আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

Bengali
Your Helpful Friend
CL 3230

আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

Your Helpful Friend

লেখক ঃ এল, জেটার ওয়াকার

অনুবাদ ঃ দানিয়েল দীপন সরকার

সম্পাদনায় ঃ সাইলাস এম, নাথ

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,

পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

প্রকাশনায় ঃ
আই, সি, আই,
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
পোষ্ট বক্স-৭০০
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

সর্বসত্ব সংরক্ষিত
ছাপা ৩০০০ কপি
১৯৮৯ ইং

Your Helpful Friend
1989 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium
Printed by Permission of I. C. I. 1989
Printed at 401/1 New Eskaton, Dhaka-1000

মুদ্রণে ঃ এ্যাসেমব্লী প্রেস
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

CL 3230-BN

সূচীপত্র

পাঠ		পৃষ্ঠা
	দু'টি কথা	৫
১ম পাঠ :	আপনার একজন বন্ধু —পবিত্র আত্মা	৮
২য় পাঠ :	পবিত্র আত্মা আপনাকে জীবন দেন	৩০
৩য় পাঠ :	পবিত্র আত্মা আপনাকে প্রার্থনায় সাহায্য করেন	৫৩
৪র্থ পাঠ :	পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিচালনা দেন	৭৬
৫ম পাঠ :	পবিত্র আত্মা আপনাকে শক্তি দেন	৯৭
৬ষ্ঠ পাঠ :	পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করেন	১১৮

আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

দু'টি কথা

আপনি সম্ভবতঃ এই বইটির পিছনের কভারের লেখা পাঠ করেছেন। যেখানে এই বইটি পড়ার কতগুলি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এইগুলি কি আপনারও উদ্দেশ্য? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে যে সকল নর-নারী পবিত্র আত্মাকে তাদের জীবনে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন তাদের বিষয় জানতে পেরে অবশ্য আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি বাইবেল থেকে জানতে পারবেন এই বন্ধু আপনার জন্য কি করতে পারেন? সব চাইতে বড় বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি পাঠে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; তা যদি পালন করেন, তাহলে ঈশ্বরকে ভালভাবে জানতে পারবেন এবং সক্রিয় ভাবে তার সেবা করতে পারবেন।

আপনি যদি এই কোর্সটি অন্যকে শিক্ষা দিতে চান বা নিজে এ বিষয়ে আরো পড়তে চান এবং পবিত্র আত্মা বর্তমানে কি ভাবে কাজ করে চলছে তা জানতে চান তাহলে শেষ পৃষ্ঠায় কতগুলি নির্দেশ পাবেন যেগুলি আপনার জন্য সাহায্যকারী হবে।

এই শিক্ষামালা পাঠ করতে গিয়ে বাইবেলের পদ-গুলির সঙ্গে যদি আপনার পদগুলির হুবহু মিল না

থাকে, তাহলে চিন্তিত হবেন না। কারণ আপনি নিশ্চয় জানেন বাইবেলের বিভিন্ন প্রকার অনুবাদ রয়েছে। এখানে আমরা কিং জেমস এর অনুবাদ ব্যবহার করেছি। উদ্ধৃত অংশগুলিতে বইয়ের নাম, অধ্যায় ও পদের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোন কোন স্থানে পদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হয়েছে। আপনার বাইবেলেই তা খুঁজে পাবেন। আপনার সাহায্যকারী বন্ধু বইটি পকেটে বহন করে নেবার মতো করে তৈরী করা হয়েছে যেন আপনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন এবং পাঁচ দশ মিনিট অবসর সময়ে তা পাঠ করতে পারেন। চেষ্টা করুন যেন সপ্তাহে অন্ততঃ একটি করে অধ্যায় শেষ করতে পারেন।

এই আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই পাঠ্যমালা নিজের জন্য উপভোগ্য ও সহজ হবে, যা আপনার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে। প্রত্যেক পাঠ শুরু করার পূর্বে যে খসড়া দেওয়া হয়েছে তা অবশ্য যত্ন সহকারে পাঠ করবেন ; সেই সঙ্গে "আপনার চিন্তার জন্য" অংশটি সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করে আপনার মনকে প্রস্তুত করুন এবং এই সত্যকে আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন। তারপর পাঠ্যমালার বিভিন্ন অংশে আপনার করণীয় অংশে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালন করুন।

ছাত্র-রিপোর্ট

আপনি যদি একটি সার্টিফিকেট লাভ করার জন্য এই বইটি পড়ে থাকেন তাহলে এই বইয়ের সঙ্গে ছাত্র রিপোর্টের প্রশ্ন ও উত্তর পত্র পাবেন। এই ছাত্র-রিপোর্টের দু'টি অংশ আছে। কখন কোন্ অংশের কাজ করতে হবে পাঠের সঙ্গে দেওয়া নির্দেশই তা বলে দেবে।

ছাত্র রিপোর্টের নির্দেশ মতো উত্তরগুলো পূরণ করে স্থানীয় আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। এই বইয়ের ছাত্র-রিপোর্টের পেছনের মলাটে অথবা দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আপনি ঠিকানা পাবেন। ছাত্র-রিপোর্ট পূরণ করে আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিলে পর আপনাকে একখানি সুন্দর সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

পাঠ ১ আপনার একজন বন্ধু— পবিত্র আত্মা

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- তিনি একজন বিশেষ বন্ধু
- তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন
- তিনি আপনাকে শিক্ষা দেবেন
- তিনি আপনার কাছে ঈশ্বরকে বাস্তব ভাবে প্রকাশ করবেন
- তিনি আপনার জীবনকে প্রেমে পূর্ণ করবেন

"আপনার চিন্তার জন্য"

বর্তমানে পৃথিবীর মানুষ পূর্বের চাইতে বেশী পবিত্র আত্মা ও তার কাজ সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। পবিত্র আত্মা কেবলমাত্র একটি প্রভাব নয় কিন্তু তারা পবিত্র আত্মাকে একজন ব্যক্তি হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। যখন প্রাথমিক মণ্ডলীতে বলা হোত "আত্মায় পূর্ণ হও"। আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। পেন্টিকস্টাল পত্রিকার সম্পাদক রবার্ট সি, ক্যানিংহাম লিখেছেন ঃ

> "আমরা প্রায়ই একটি গান করে থাকি "ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হও"। ঈশ্বরে পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থ কি? আমরা কি কোন সময় ভয় বা রাগে পরিপূর্ণ হই না?

আপনার একজন বন্ধু — পবিত্র আত্মা

যখন কোন মানুষ ভয়ে বা রাগে পরিপূর্ণ হয় তার অর্থ কি? তার অর্থ হোল, এই সকল ভয়ঙ্কর মনোবৃত্তির বশীভূত হওয়া, যার অর্থ এই সকল শক্তিশালী ক্ষমতাগুলি বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে অন্যের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে।

এখানেই পবিত্র আত্মা বর্ষণের মূল গৌরব লুকিয়ে রয়েছে। ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মা যখন কোন জীবনে নেমে আসে, তখন সেই জীবন ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ভরে উঠে। স্বর্গীয় আত্মা সকল মনোবৃত্তি ও ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং তার ইচ্ছামত যে শক্তিকে ব্যবহার করেন। প্রভু যীশু হঠাৎ করে এসে তাঁর উপস্থিতিতে মন্দির পূর্ণ করেন। মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের মন্দির—চিন্তা করুন কথাটি কেমন লাগে। পরবর্ত্তিতে আমরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার অনেক আশ্চর্য বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারবো।

পেন্টিকষ্টাল এভানজেল
১৪ই অক্টোবর, ১৯৮৩ সন

তিনি একজন বিশেষ বন্ধু

কোন একজন লোক, মহান এক ব্যক্তিকে তার জীবনে সাফল্যের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন উত্তরে তিনি বলেছিলেন "আমার একজন বন্ধু ছিলেন,

তার সাহায্য ছাড়া আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে পড়তো, তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, ভালবেসেছেন, তার উপর বিশ্বাস আমার জীবনকে যোগ্য করে তুলেছে।" আপনার জীবনে কি তেমন কোন বন্ধু আছেন যাকে আপনার প্রয়োজন ?

কোন ধরনের বন্ধু আপনি আজ পেতে চান ? আপনি নিশ্চয় এমন একজন বন্ধু পেতে চান, যিনি আপনার সমস্যায় সঙ্গে থাকবেন, আপনার সুখের ভাগী হবেন। আপনি আশা করবেন তিনি খোলাখুলি ভাবে সকল সত্য আপনাকে বলবেন যদিও তা অনেক সময় আপনার জন্য কষ্ট দায়ক হতে পারে। তিনি আপনার মঙ্গলের জন্য সহানুভূতি সহকারে আপনার দোষ দেখিয়ে দেবেন।

সম্ভবতঃ আপনি এমন বন্ধুকে পছন্দ করবেন, যিনি আপনার চাইতে জ্ঞানে ও শক্তিতে বড়। তিনি আপনাকে শিক্ষা দেবেন, সমস্যায় সাহায্য করবেন। যত বেশী তার সঙ্গে আপনি সময় কাটাবেন, তত বেশী শক্তি ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে থাকবেন এবং তার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।

প্রভু যীশু, পিতর, যোহন, যাকোব ও অন্যান্য শিষ্যদের নিকট ঠিক তেমনি একজন বন্ধু ছিলেন, যিনি তাদের সুস্থ করেছিলেন, তিনি পাপী.দর বন্ধু ছিলেন—তাদের পাপ ক্ষমা করে দিয়ে পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি ধনী-গরীব,

পাপী-ধার্মিক, শিক্ষিত-অজ্ঞ সকল প্রকার লোকের বন্ধু ছিলেন। সেই সঙ্গে যারা তার বন্ধুত্বতা চেয়েছিলেন তিনি তাদের জন্য এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখিয়েছিলেন যা তারা পূর্বে জানেনি। যেটি ছিল ঈশ্বরের ভালবাসা। তিনি তাদের সত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, সকল সমস্যায় সাহায্য করেছিলেন।

প্রভু যীশু দৈহিক দিক থেকে সীমাবদ্ধ ছিলেন। তিনি তার বন্ধুদের প্রয়োজনে একই সময় সকল স্থানে উপস্থিত থাকতে পারতেন না। তাই প্রভু যীশু তার শিষ্যদের বলেছিলেন, তিনি স্বর্গে পিতার নিকট ফিরে গিয়ে এমন একজন সাহায্যকারী বন্ধুকে পাঠিয়ে দেবেন যিনি একই সময় সর্বদা তাদের সঙ্গে থাকবেন।

(যোহন ১৪ ঃ ১৬-১৭ "আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন ; তিনি সত্যের আত্মা ; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা যে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানে না, তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।"

যীশু যে সাহায্যকারী পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি হলেন পবিত্র আত্মা—ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি তিনি ঠিক পিতা ঈশ্বর ও পুত্র প্রভু যীশুর স্বভাব, ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য এক। তিনি সর্বজ্ঞ ও সকল ক্ষমতার অধিকারী। তার কোন দেহ নাই তবে একই সময় সকল স্থানে উপস্থিত থাকতে পারেন। প্রভু যীশু এই প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন যারা তাঁকে গ্রহণ করবে, তাদের জীবনে তিনি বাস করতে পারেন। যীশু তার অনুসারীদের জন্য যা করেছিলেন, তিনি আপনার জন্য তা-ই করতে এসেছেন।

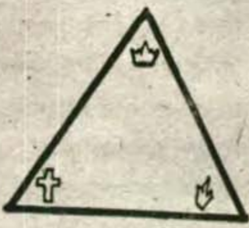

(যোহন ১৬ ঃ ৭ "আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায়

তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিব।"

আপনি কি কোন সময় উপলব্ধি করেছেন যে কেউ আপনাকে বুঝতে চায় না বা আপনার সমস্যায় লক্ষ্য করে না। আপনার কি প্রয়োজন তা ঠিকই ঈশ্বর জানেন এবং সমাধানও করেন। তিনি আপনাকে এতো ভালবাসেন যে, বিশেষ সহায় পবিত্র আত্মাকে আপনার বন্ধু হিসাবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই পাঠে আপনি জানতে পারবেন, কিভাবে পবিত্র আত্মা এসেছিলেন, এবং আদি খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন কিভাবে কাজ করেছিলেন, সেই সঙ্গে আপনার জীবন কিভাবে কাজ করবেন। পবিত্র আত্মাকে বন্ধু হিসাবে পেলে আর কখনো ভাবতে হবে না যে আপনি নিঃসঙ্গ ও সহায়হীন।

আপনার করণীয়

১। যীশু লোকদের জন্য কি করেছিলেন এবং পবিত্র আত্মা আপনার জন্য কি করবেন তা চিন্তা করুন।

২। যোহন ১৪ঃ১৬-১৭ পদ মুখস্থ করুন।

তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন

যীশু আর এক সহায় পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। গ্রীক শব্দে তাকে বলা হয়েছে "প্যারাক্লিট" কেউ আবার সান্ত্বনা দানকারী হিসাবে অনুবাদ করেছেন, তার অর্থ পাশাপাশি কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকা। প্যারাক্লিট নামের অন্য অর্থে তার দায়িত্ব ক্ষমতা এবং কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন তা বলা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে জীবনের আত্মা পবিত্র আত্মা, সত্যের আত্মা, প্রজ্ঞার আত্মা, খ্রীষ্টের আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা। আপনার সমস্যা যা-ই হোক না কেন তার সমাধান আপনার বন্ধুর হাতে রয়েছে।

জীবনের আত্মা

আপনার কি দৈহিক সুস্থতার প্রয়োজন? আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রার্থনার দ্বারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে অসুস্থ লোক অলৌকিক ভাবে সুস্থতা লাভ করছে, বধির শুনতে পাচ্ছে, অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, এমন

কি পক্ষাঘাতী তার লাঠি ফেলে দিয়ে হাঁটতে পারছে। তিনিই জীবনের আত্মা যিনি সকলকে জীবন দেন। তিনি প্রভু যীশুর মধ্য দিয়ে সেই কাজ শুরু করেছিলেন এবং বর্তমানেও সে কাজ করে চলছেন। পরবর্তী পাঠে আপনি আরো ভালভাবে জানতে পারবেন জীবনের আত্মা কিভাবে দৈহিক ও আত্মিক সুস্থতা দেন। তিনি আমাদের জীবনকে ভরে তোলেন এই পৃথিবীতে আনন্দ ও পরিতৃপ্তিতে; সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য দেন অনন্তকালীয় গৌরবময় প্রত্যাশা। কিন্তু আত্মা যে জীবন আপনাকে উপভোগ করতে দিয়েছেন, তাকে অবশ্য সুযোগ দিতে হবে আপনার জীবনকে পরিচালনা করতে।

রোমীয় ৮ঃ৫,৬ যাহারা আত্মার বশে আছে তাহারা আত্মার বিষয় ভাবে, কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।

আপনার করণীয়

৩। পবিত্র আত্মার সাতটি নাম লিখুন।

৪। আপনি পবিত্র আত্মাকে কি আপনার বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পেতে চান?

৫। আপনি কি পবিত্র আত্মার বিষয় আরো ভাল করে জানতে চান?

৬। রোমীয় ৮ ঃ ৫, ৬ পদ পাঁচবার পড়ুন।

পবিত্র আত্মা

আপনি কি মনে করেন যে পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করা খুব কঠিন বিষয়? আপনি কি সুন্দর খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে চান? আপনার সাহায্যকারী বন্ধু হচ্ছেন, পবিত্র আত্মা বা পবিত্রতার আত্মা। পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে দেখিয়ে দেন পাপ কত ভয়াবহ এবং কিভাবে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? আমরা যখন তাকে সব খুলে বলি, তখন তিনি আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যান। আর ঈশ্বর আমাদের পাপ, গর্ব, স্বার্থপরতা, অবাধ্যতা, রাগ, ঘৃণা, অলসতা, বিদ্রোহ, লোভ, নীতিভ্রষ্ঠ চিন্তাগুলি:ক দূর করে দেন।

সম্ভবতঃ আপনার জীবনে এমন কতগুলি খারাপ বিষয় রয়েছে যা থেকে আপনি মুক্তি পেতে চান। আপনি যদি খ্রীষ্টের সন্তান হন তাহলে আপনার দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির। তিনি আপনাকে এ সকল খারাপ বিষয় থেকে মুক্ত করবেন, যা আপনার ক্ষতি সাধন করে চলছে। হাজার হাজার মদ্যপায়ী পবিত্র আত্মার শক্তিতে এই আসক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমাজ কর্মকর্তা সাময়িক ভাবে তাদের সাহায্য দিতে পেরেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এসে:ছ

ঈশ্বরের কাছে সাহায্যের জন্য। প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করার পর পবিত্র আত্মাকে আহবান করেছে যেন ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করার শক্তি তারা পায়। যখন পবিত্র আত্মার শক্তি তাদের জীবনে এসেছে তখন তারা মদ্যপানের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হয়েছে এবং তাদের জীবনে অন্যকে সাহায্য করার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে সুসমাচার প্রচারক। তাদের জীবন পবিত্র কারণ পবিত্রতার সেই আত্মা তাদের মধ্যে রয়েছে।

১ পিতর ১ঃ১ "তোমরা পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আত্মার পবিত্রীকরণের জন্য মনোনীত হইয়াছ।"

আপনার করণীয়

৭। আপনার জীবনে কি এমন কোন পাপ বা খারাপ অভ্যাস আছে যা থেকে আপনি চান যেন পবিত্র আত্মা আপনাকে মুক্ত করেন। সেগুলি লিখুন নিজে দেখবার জন্য ও পবিত্র আত্মাকে দেখাবার জন্য এবং বলুন যেন পবিত্র আত্মা আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন ও আপনাকে ঐ সব মন্দ অভ্যাস থেকে মুক্ত করেন।

তিনি আপনাকে শিক্ষা দেবেন

সত্যের আত্মা

যীশু যেমন তার শিষ্যদের সত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র আত্মা আপনাকে শিক্ষা দেবেন। তিনি আপনাকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে দেবেন এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সকল প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বাই-বেলকে বুঝতে তিনি সাহায্য করবেন এবং যে সকল শাস্ত্রাংশ আপনার কাছে কঠিন বলে মনে হয় তা তিনি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবেন। যীশু বলেন ঃ

যোহন ১৬ ঃ ১৩ যখন সেই সত্যের আত্মা আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।

সম্প্রতি অনেক শিক্ষা অঙ্গনের ছাত্ররা পবিত্র আত্মায়

পরিপূর্ণ হচ্ছেন। বাইবেলের সত্য তাদের জীবনে জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের শিক্ষকগণ ছাত্রদের আত্মিক এই নূতন অভিজ্ঞতা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। সত্যের আত্মা এসেছেন।

আপনার করণীয়

৮। যোহন ১৬ঃ১৩ পদ মুখস্থ করুন।

৯। আপনি কি চান যে সত্যের আত্মা আপনাকে শিক্ষা দেন।

প্রজ্ঞার আত্মা

আপনি কি আপনার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন, কি করবেন তা ভেবে? প্রজ্ঞার আত্মা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছেন। তিনি আপনাকে পরিচালনা দেবেন এবং দেখিয়ে দেবেন আপনার করণীয় কি? চতুর্থ পাঠে আপনি পড়বেন কিভাবে তিনি তা করবেন।

ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে আপনার কি জ্ঞানের প্রয়োজন? প্রেরিতদের কার্য বিবরণীতে আপনি দেখতে পাবেন, প্রচারকদের প্রভুর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে

আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

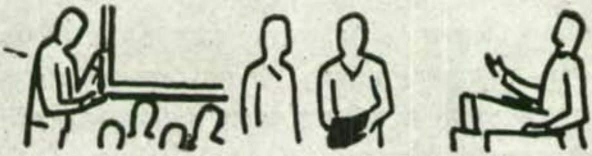

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে হয়েছিল। হতে পারে আপনি সাণ্ডেস্কুলে শিক্ষা দেন বা ব্যক্তিগত ভাবে প্রচার করেন। প্রভুর আত্মা আপনাকে পূর্ণ করতে চান সাহায্য করতে চান যেমনটি আদি মণ্ডলীতে করেছিলেন।

> **প্রেরিত ৬ : ১০** তিনি (স্তিফান) যে বিজ্ঞতার ও আত্মার বলে কথা কহিতেছিলেন তাহার প্রতিরোধ করিতে তাহাদের সাধ্য হইল না।

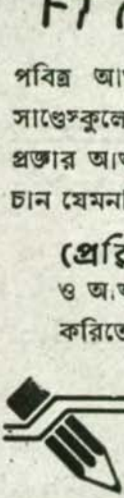

আপনার করণীয়

১০। আপনার কি প্রভুর আত্মায় পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন রয়েছে ?

তিনি আপনার কাছে ঈশ্বরকে বাস্তব ভাবে প্রকাশ করবেন

ঈশ্বরের আত্মা

ঈশ্বর কি আপনার জীবনে বাস্তব ? তিনি কি এমন একজন যিনি আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে

থাকেন, যাকে এবং কেবল মাত্র সমস্যায় পড়ে তাঁকে ডেকে থাকেন। অথবা এমন একজন স্বর্গীয় প্রেমী পিতা যিনি প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। আপনার প্রার্থনা কি সংক্ষিপ্ত যা কেবল আপনার কর্তব্য হিসাবে আপনি করে থাকেন? অথবা আপনার বাবার সঙ্গে খোলাখুলি আলাপের মত? ঈশ্বরের আত্মা এসেছেন যেন ঈশ্বরকে আপনি আরো ভালো করে জানতে পারেন।

১ করিন্থীয় ২ ঃ ১০-১২ "কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁহার আত্মা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, কেননা আত্মা সকলই অনুসন্ধান করেন, ঈশ্বরের গভীর বিষয় সকলেও অনুসন্ধান করেন……………
কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানে………………আমরা ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি যেন ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।"

আপনার শিক্ষক আপনার জন্য প্রার্থনা করবেন যেমন প্রেরিত পৌল ইফিষীয়দের জন্য করেছিলেন।

ইফিষীয় ১ ঃ ১৬-১৯ আমি……………যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা,

আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন; যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধি-

কারের প্রতাপ-ধন কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি।

আপনার করণীয়

১১। ইফিষীয় ১ঃ১৬-১৯ পদ পাঁচবার পাঠ করুন ও এই প্রার্থনা আপনার নিজের ও অন্যদের জন্য করুন।

খ্রীষ্টের আত্মা

পবিত্র আত্মা—খ্রীষ্টের আত্মা, যখন আপনার জীবনে পরিত্রাণ দান করেন, তখন খ্রীষ্টকে সঠিক ভাবে উপস্থিত করেন। তিনি প্রকাশ করেন যে যীশু খ্রীষ্ট যিনি অনেক দিন পূর্বে এ জগতে ছিলেন তিনি একজন শিক্ষকের চেয়ে মহান। তিনি আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রভু যীশুর সঙ্গে যেন তাকে মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ

করতে পারেন। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্মিলিত করেন এবং তার মণ্ডলীরূপ দেহের সদস্য করে নেন। এই সম্মিলন এতো বাস্তব যে খ্রীষ্টে তাঁর আত্মার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে বাস করেন।

রোমীয় ৮ঃ৯ "কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়।"

পবিত্র আত্মা অবতরণের পূর্বেই সেই আত্মা যীশুর অনুসারীদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি নূতন ভাবে এসে তাদের জীবনকে পূর্ণ করবেন। যীশু তাদের পবিত্র আত্মায় অবগাহিত করেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। যখন তিনি তাদের পবিত্র আত্মায় অবগাহিত করলেন তখন পবিত্র আত্মা যীশুর বিষয় আরো শিক্ষা দিলেন এবং তার বিষয় বলতে আরো শক্তি দিলেন।

ঠিক তেমনি ভাবে আজকে যারা নূতন জন্ম প্রাপ্ত হচ্ছেন, তারা খ্রীষ্টের আত্মায় জাত হচ্ছেন। যীশু চান যেন সকলেই আত্মায় পূর্ণ হয়ে সুন্দর ভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে। আপনি এ বিষয় পরে আরো জানতে পারবেন।

যোহন ১৫ঃ২৬; ১৬ঃ১৪ যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া

দিব, সত্যের সেই আত্মা যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

আপনার করণীয়

১২। আপনি কি চান আত্মা যীশুকে আপনার নিকট আরো বাস্তব ভাবে উপস্থিত করুক। যদি তা-ই হয় তাহলে তাকে তা করতে বলুন।

তিনি আপনার জীবন প্রেমে পূর্ণ করবেন

বর্তমান পৃথিবীতে স্বার্থহীন ভালবাসার প্রয়োজন, যা একমাত্র ঈশ্বর দিতে সমর্থ। আপনি যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হন তাহলে ঈশ্বর আপনার মধ্য দিয়ে সেই অভাব মিটিয়ে দিতে পারেন।

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছিলেন। তারা সেই ভালবাসার কথা সকলকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজও অনেক লোক চিন্তা করে, তাদের পাপের জন্য ঈশ্বর কঠোর ভাবে বিচার করেন। তারা এ কথা বুঝতে পারেনি ঈশ্বর তাদের পাপ থেকে মুক্ত করে, তাদের পিতা হতে চান।

শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়ে সকলের কাছে প্রকাশ করলেন, তিনি কেমন। প্রভু যীশু শিক্ষার মাঝে মনুষ্য জাতির জন্য তার ভালবাসার কথা জানতে পারবেন। যীশুর জীবনে বাস্তবে আপনি সে প্রেম দেখতে পান। মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

দুই হাজার বৎসর পূর্বে যা ঘটেছিল আপনার নিকট তা পুরাতন বলে মনে হতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর মানুষ, অন্যায় পাপ, যুদ্ধের উৎপীড়নে জর্জরিত। হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন উঠবে সত্যি কি ঈশ্বর আপনার জন্য চিন্তিত? ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ করতে হবে। যখন আমরা তা করি, তখন বুঝতে পারি তিনি আমাদের ভালবাসেন।

তাই পবিত্র আত্মা এসেছেন যেন আমরা ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে মিলিত হই। প্রভু যীশু এসে যেমন পিতার ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্রের ভালবাসা প্রকাশ করলেন। তিনি আপনার জীবনে এমন ভালবাসা প্রকাশ করবেন যা আপনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। তিনি এ কাজ শুরু করেন যখন তাকে গ্রহণ করে পরিবর্তিত হন। যখন আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন তখন আপনার জীবনে ঈশ্বরের প্রেম ধারণ করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। আর এ

ভাবে যখন বার বার তার আত্মায় পূর্ণ হতে থাকেন, তখন ঈশ্বরের ভালবাসা আপনার জীবনে উপচিয়ে পড়তে থাকে।

> **রোমীয় ৫ঃ৫** যেহেতু আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।

পাঁচ ভাবে ভালবাসা আপনার জীবনকে পূর্ণ করে ঃ

১। ঈশ্বরের ভালবাসা আপনার জন্য
২। আপনার ভালবাসা ঈশ্বরের জন্য
৩। খ্রীষ্টিয় সন্তানদের জন্য আপনার ভালবাসা
৪। আপনার ভালবাসা খ্রীষ্টিয় সন্তানদের জন্য
৫। আপনার ভালবাসা সকলের জন্য

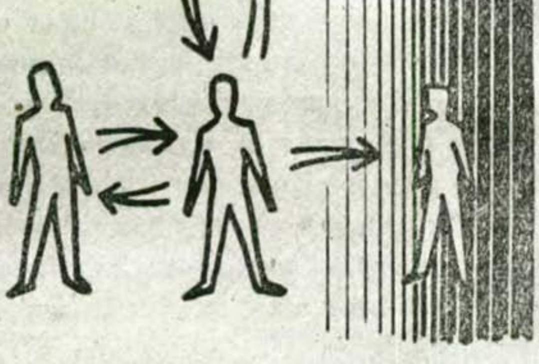

যে সকল লোক পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা এ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

* এটি একটি ভালবাসার বাপ্তিস্ম। যা আমার জীবনে ঈশ্বর ও তার বাক্যকে ভালবাসতে সাহায্য করেছে।

* পবিত্র আত্মা আমাকে, আমার পরিবার, বন্ধু, ও অন্যান্য খ্রীষ্টিয় সন্তানদের, এমন কি যারা আমার শত্রু ছিলেন, তাদের নূতন ভাবে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়েছেন।

* পবিত্র আত্মা কালভেরীকে আমার জীবনে বাস্তবে প্রকাশ করেছেন এবং আমার জীবন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালবাসা উপচে পড়ছে যার ফলে আমার ওষ্ঠাধর তাঁর প্রশংসা করে।

* ঈশ্বরের ভালবাসা হারানো আত্মার জন্য আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। পবিত্র আত্মা আমার মধ্য দিয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করতে সাহায্য করেছে।

বর্তমান দিনের এই অভিজ্ঞতা প্রাথমিক মণ্ডলীর মত একই ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। (তারা কি ভাবে একে অন্যকে ভালবাসতো) যে কোন স্থানে আপনি যান না কেন, আত্মায় পরিপূর্ণ ভাই-বোনদের ভালবাসার প্রশংসা অবশ্য করবেন। আপনি যদি পবিত্র আত্মাকে

আপনার জীবনে ভালবাসায় পূর্ণ করতে সুযোগ দেন, তা-হলে ভালবাসার এক নূতন জীবনে আপনি প্রবেশ করবেন। আপনার স্বপ্ন বাস্তব হবে।

আপনার করণীয়

১৩। রোমীয় ৫ ঃ ৫ পদ মুখস্থ করুন।

১৪। ভালবাসার পাঁচটি পদ্ধতির একটি খসড়া তৈরী করুন।

১৫। যখন আপনি এ শিক্ষামালাটি অধ্যয়ন করেন, তখন প্রেরিতদের কার্য বিবরণ থেকে প্রত্যেক দিন অন্ততঃ একটি করে অধ্যায় পড়ুন। যখন পবিত্র আত্মার কোন নাম আপনি পান তখন তার নীচে কালী দিয়ে দাগ দিন। পরে একটি রিপোর্ট তৈরী করুন।

১৬। আমরা যদি পবিত্র আত্মার সাহায্য পেতে চাই তা-হলে প্রথমতঃ আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে বুঝতে হবে। আপনার নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনের পাশে (প্র) কথাটি লিখুন।

সাহায্যকারী ······সত্যের আত্মা·········
সহায় ············ খ্রীষ্টের আত্মা·········
ঈশ্বরের আত্মা ······প্রজ্ঞার আত্মা·········
জীবনের আত্মা······পবিত্রতার আত্মা······

আপনি যদি ইতিমধ্যে পবিত্র আত্মার এই সাহায্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, তা-হলে প্রত্যেকটি নামের পাশে (অ) কথাটি লিখে রাখুন। আপনার জন্য ঈশ্বর যা করেছেন, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। তারপর প্রার্থনা করুন সেই সকল বিষয়ের জন্য যেখানে (প্র) কথাটি লিখেছেন। এগুলি একটি আলাদা কাগজে লিখে আপনার বাইবেলের মধ্যে রেখে দিন যেন প্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন এবং যে সকল আশীর্বাদ ইতিমধ্যে লাভ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারেন।

পাঠ ২ পবিত্র আত্মা আপনাকে জীবন দেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

★ আপনার দেহের জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন

★ আপনার আত্মার জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন

★ জীবনের উদ্দেশ্য

আপনার চিন্তার জন্য

পবিত্র আত্মা এসেছেন যেন ঈশ্বরীয় বিষয় সকল আমরা চিন্তা করতে সমর্থ হই। আমাদের জাগতিক চিন্তা আত্ম কেন্দ্রিক কিন্তু স্বর্গীয় পরিকল্পনায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। আমরা চিন্তা করি নিজেদের জন্য কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করেন সকলের জন্য। তাই অনেক সময় জাগতিক ও ঈশ্বরের চিন্তাকে আমরা মিলিয়ে ফেলি। এই কাজ সঠিক ভাবে সম্পাদন করতে পবিত্র আত্মা এসেছেন।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের আবেগকে আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। ভালবাসা ঈশ্বরের আবেগ। একজন জাগতিক মানুষের ইচ্ছা নয় যে, সে একজন হারিয়ে

যাওয়া মানুষের জন্য, সময় ক্রন্দন ও প্রার্থনা দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে। কেবল মাত্র ঈশ্বরের আত্মা সেই ভালবাসা আমাদের মধ্যে দিতে পারেন।

ঈশ্ব:রর আত্মা তার শক্তিতে আমাদের প্রার্থনায় সাহায্য করেন যা তিনি আমাদের নিকট আশা করেন। আমাদের কি প্রার্থনা করতে হবে তা আমরা জানি না, এমন কি তার সামনে উপস্থিত হবার ক্ষমতাও নেই। আত্মা আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন। এখানে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, গ্লোসালালিয়া বা (পরভাষায় প্রার্থনা করা)। যিহূদা আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন যেন আমরা আমাদের পবিত্র বিশ্বাসে, পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করতে করতে নিজেদের গেঁথে তুলি। এটা একটা অদ্ভুত সুযোগ জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে প্রার্থনায় সহযোগিতা লাভ করা। পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করে, মানবীয় জ্ঞানের বাইরে থেকে সে পবিত্রতায় আমরা প্রবেশ করতে পারি।

পরিশেষে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কাজে আমাদের সাহায্য করেন। ঈশ্বরের পদ্ধতি ঘোষণা করা হয়েছিল "বল দ্বারা নয়, পরাক্রম দ্বারা নয় কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।"

মিঃ মেলভিন এল, হজেজ এর "পবিত্র আত্মা কেন এসেছিলেন" বই থেকে সংগৃহীত।

আপনার দেহের জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন

জীবনের আত্মা থেকে জীবন

আপনি আত্মা থেকে এমন একটি বিষয় লাভ করেছেন যার মূল্য জগতের সকল স্বর্ণ রৌপ্যের চাইতে বেশী—সেটি হচ্ছে আপনার জীবন। পবিত্র আত্মার দুটি নাম হচ্ছে, ঈশ্বরের আত্মা ও জীবনের আত্মা। পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু জগত সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের আত্মা পৃথিবীতে জীবন এনে দিয়েছিল। জীবন দানের

যে শক্তি তা প্রাকৃতিক নিয়মকে শৃংখলার সঙ্গে পরিচালিত করে চলেছে। আপনার বন্ধু জীবনের আত্মা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্য দিয়ে জীবন ও জন্মের অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন যা আপনাকে এ পৃথিবীতে ভুমিষ্ট হতে সাহায্য করেছে।

ইয়োব ৩৩ : ৪ "ঈশ্বরের আত্মা আমাকে রচনা করিয়াছেন সর্বশক্তিমানের নিঃশ্বাস আমাকে জীবন দেন।"

আপনার করণীয়

১। ইয়োব ৩৩ ঃ ৪ পদ মুখস্থ করুন।

২। পবিত্র আত্মার দুটি নাম লিখুন যা এই অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

....

জীবনের আত্মা থেকে স্বাস্থ্য

যখন আপনি দুর্বল, তখন কে আপনাকে শক্তি দিতে পারেন? অথবা সু-স্বাস্থ্য, যখন আপনি পীড়িত? বিষাক্ত পরিবেশ ও রোগ থেকে কে আপনাকে রক্ষা করতে পারেন। কে আপনাকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং শান্তি দিতে পারেন? কে আপনার মদ্য পানের নেশা দূর করে দিতে পারেন? কে বধিরকে শুনতে, অন্ধকে দেখতে, পক্ষাঘাতীকে চলার শক্তি দিতে পারেন? কে ক্যান্সার হৃদরোগ ও পৃথিবীর দূরারোগ্য ব্যধি থেকে মুক্ত করতে পারেন, এমন কি মৃত লোকের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন? তিনি হচ্ছেন আপনার বন্ধু জীবনের আত্মা। যিনি আমাদের দেহকে তৈরী করেছেন, তিনিই জানেন কি ভাবে তা আবার ভাল করা যায়।

আত্মা বিভিন্ন ভাবে সুস্থতার এ কাজ করে থাকেন। অনেকে যখন প্রভু যীশুকে মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন, আবার কেউ যখন জলে বা পবিত্র আত্মায় অবগাহিত হন তখন সুস্থতা লাভ করে থাকেন। আবার অনেকে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কেউবা ধীরে ধীরে, আবার কেউবা শাস্ত্র পাঠ করতে করতে, কেউবা প্রভুর ভোজের সময়, উপাসনায় প্রার্থনা করতে করতে, আবার অনেকে কাজ করার সময় সুস্থতা লাভ করেন। ঈশ্বরের সন্তানগণ যখন প্রার্থনা ও বিশ্বাস করে তখন যার জন্য প্রার্থনা করা হয়, জীবনের আত্মা তাকে শক্তি প্রদান করেন।

জীবনের আত্মা শিরা উপশিরা, মনে ও দেহে সুস্থতা এনে দেন। তিনি সকল হতাশা ভয়, মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্ত করেন। প্রভু যীশু পৃথিবীতে থাকতে যেমন শয়তানের শক্তি থেকে লোকদের মুক্ত করতেন, পবিত্র আত্মা ঠিক তেমনি ভাবে আজও মন্দ আত্মার শক্তি থেকে মুক্ত করেন।

পবিত্র আত্মা যীশুর মধ্য দিয়ে সুস্থতা ও স্বাস্থ্য এনে দেন, যাদের তা প্রয়োজন।

প্রেরিত ১০ : ৩৮ ফলত নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনি হিতকার্য্য

করিয়া বেড়াইতেন এবং দিয়াবল কর্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন কারণ ঈশ্বর তাহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

যীশু স্বর্গে ফিরে গিয়ে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিলেন যেন তার স্থান তিনি গ্রহণ করেন। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের জীবন পূর্ণ করে তাদের মধ্য দিয়ে অলৌকিক কাজ করে থাকেন যে কাজ তিনি যীশুর মাধ্যমে করেছিলেন।

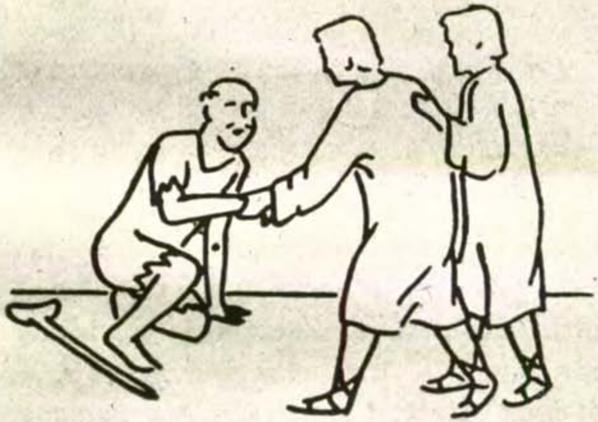

প্রেরিত ৫ঃ ১২, ১৬ আর প্রেরিতদের হস্ত দ্বারা লোকদের মধ্যে অনেক চিহ্ন-কার্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হইত....................আর যিরূশালেমের চারিদিকের নগর সমূহ হইতে ও অনেক লোক

রোগীদিগকে এবং অশুচি আত্মা দ্বারা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লইয়া সমাগত হইত, আর তাহারা সকলে সুস্থ হইত।"

প্রাথমিক যুগের খ্রীস্টিয়ানদের জীবনে পবিত্র আত্মা ক্যারিসমা বা অলৌকিক দান দিয়েছিলেন, যীশু যে কাজ শুরু করেছিলেন সেটি চালিয়ে যাবার জন্য তা তাদের প্রয়োজন ছিল। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে ৯টি দানের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে বিশ্বাসের দান, আরোগ্য সাধন ও পরাক্রম কার্য্য সাধনের দান।

১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৯-১০ "আর একজনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর একজনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর একজনকে পরাক্রম কার্য্য সাধক গুণ।"

আদি মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মা যে ভাবে কাজ করেছিলেন, সেটি ছিল প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণে ঈশ্বরের আদর্শ, বর্তমান মণ্ডলীতেও তা প্রযোজ্য যা আজ অনেকে বুঝতে পেরেছেন। তারা পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হবার জন্য যীশুকে বলেছিলেন, তারা বলেছিলেন যেন তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে এটি প্রকাশ পায়। আর তিনি তা করেছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে প্রার্থনার উত্তর হিসাবে আজও অনেকে সুস্থতা লাভ করছেন, পবিত্র আত্মার শক্তিতে।

যাকোব সুস্থতা গ্রহণের জন্য একটি ব্যবস্থা পত্র দিয়েছেন। আমরা মণ্ডলীর বয়স্কদের ডেকে থাকি, তারা হতে পারেন পালক, প্রচারক বা যাজক। শাস্ত্রে তেলকে পবিত্র আত্মার প্রতীক হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। যখন কোন লোককে তৈলাভিষিক্ত করা হয় তখন তা এটাই প্রকাশ করে যে তারা ঈশ্বরের সন্তান ও তাঁর আত্মাতে বিশ্বাসীর যেন সেই প্রার্থনা কার্যকরী হয়। তৈল সুস্থ করতে পারে না কিন্তু আত্মা তা সাধন করে।

> **যাকোব ৫ ঃ ১৪-১৫** "তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত ? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক, এবং তাহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।"

আপনি খ্রীষ্টেতে একজন বিশ্বাসী হিসাবে অন্যের সুস্থতার জন্য ব্যবহৃত হতে পারেন। শাস্ত্র থেকে আপনি দেখাতে পারেন যীশু অসুস্থ লোকদের সুস্থ করেছিলেন। তাদের জানিয়ে দিন পবিত্র আত্মার শক্তিতে আজও প্রার্থনায় তিনি সুস্থতা দিয়ে থাকেন। যীশু খ্রীষ্টেতে প্রত্যেক বিশ্বাসীর অসুস্থ

লোকদের জন্য প্রার্থনা করার অধিকার রয়েছে, এবং তারা সুস্থতা লাভ করবেন বলে এ আশাও তারা করতে পারেন কিন্তু কেন? কারণ যীশু প্রতিজ্ঞা করেছেন, কেবল আপনি এতে বিশ্বাস করুন।

> **মার্ক ১৬ : ১৭, ১৮** "বিশ্বাসীদের এই চিহ্নগুলি অনুবর্তী হইবে, তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে, তাহারা সর্প তুলিবে, প্রাণ নাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না, তাহারা পীড়িতদের উপর হস্তার্পণ করিবে আর তাহারা সুস্থ হইবে।"

আপনার করণীয়

শূন্য স্থান পূরণ করুন :

৩। মার্ক ১৬ : ১৭-১৮ ....
অনুবর্তী হইবে ....
পীড়িতদের উপরে আর তাহারা ....
....

৪। পবিত্র আত্মা কি বর্তমানেও অলৌকিক ভাবে সুস্থতা দেন? ....

জীবনের আত্মা থেকে পুনরুত্থান

পবিত্র আত্মা যীশুকে মৃত্যু থেকে উঠিয়ে তাঁর দেহ পাল্টে দিয়েছিলেন। সেই কাজটি তিনি আপনার জন্যও করবেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের সন্তানদের জীবনে বাস করেন যেন তারা জীবনের উপচয় পায়। যা যীশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। যারা তাকে বিশ্বাস করে, তাদের সবাইকে তিনি পুনরুত্থিত জীবন দেবেন। তিনি আমাদের দেহ পাল্টে দেবেন যেন মেঘযোগে যীশুর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। আমাদের এ নূতন দেহে থাকবেনা কোন দুর্বলতা, ব্যাথা, রোগ ও মৃত্যু।

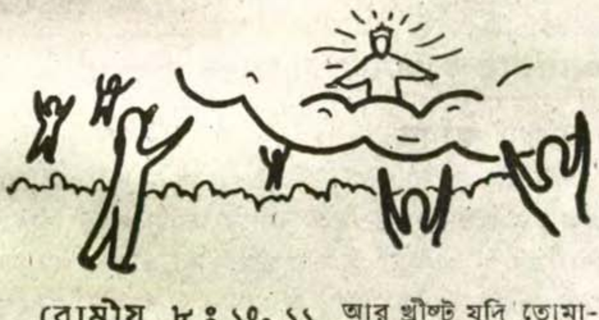

রোমীয় ৮ঃ১০, ১১ আর খ্রীষ্ট যদি তোমাদিগেতে থাকেন, তবে দেহ পাপ প্রযুক্ত মৃত বটে কিন্তু আত্মা ধার্মিকতা প্রযুক্ত জীবন। আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি

মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন।

আপনার করণীয়

৫। রোমীয় ৮ঃ ১০, ১১ পদ পাঁচবার পড়ুন।

৬। পুনরুত্থানের যে প্রত্যাশা, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

আপনার আত্মার জন্য জীবন ও স্বাস্থ্য

আত্মিক জীবন

আপনার দৈহিক জীবনের চেয়ে একটি বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত কালীয় জীবন দিয়েছেন যা আপনার আত্মার প্রয়োজন। যীশু আপনাকে সেই জীবন দিতে গিয়ে আপনার স্থানে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। পবিত্র আত্মাই সেই জীবন এনে দিয়েছেন। যে পরিবর্তন আমাদের জীবনে তিনি সাধন করেন তা একটি বড় বিষয়, যাকে যীশু নূতন জন্ম বলে চিহ্নিত করেছেন। আমরা এটাকে মন পরিবর্তন বলে থাকি।

যীশু বলেছিলেন আত্মিক জন্মের এই অলৌকিক কাজ ছাড়া কোন লোকই ঈশ্বরের সন্তান হতে পারে না এবং স্বর্গে যাবার অধিকার পায় না।

> **যোহন ৩ঃ ৬-৭** মাংস হইতে যাহা জাত তাহা মাংসই আর আত্মা হইতে যাহা জাত তাহা আত্মাই, আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না।

আপনার মন পরিবর্তনে পবিত্র আত্মা যা করে থাকেন তার কতগুলি বিষয় এখানে দেওয়া হ'ল।

১। পবিত্র আত্মা আপনাকে খ্রীষ্টের নিকট নিয়ে আসেন, আপনি যে পাপী, পাপের ভয়াবহ অবস্থা, বিচারে ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালীয় বিচ্ছেদ, তা তিনি দেখিয়ে দেন ও মন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি পাপ পরিত্যাগ করতে ও পাপের ক্ষমা লাভ করতে সাহায্য করেন যা যীশু আপনাকে দিতে চেয়েছেন। তিনি খ্রীষ্টকে সঠিক ভাবে বাস্তবে তুলে ধরেন এবং মুক্তিদাতা হিসাবে গ্রহণ করতে সাহায্য করেন।

২। তিনি পাপের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেন এবং আপনার জীবনে নূতন স্বভাব সৃষ্টি করেন। আপনি ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেন।

রোমীয় ৮ঃ২ "কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।"

রোমীয় ৮ঃ১৪ "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান।"

৩। পবিত্র আত্মা আপনার জীবনে বাস করেন, সাহায্য করেন ও পরিচালনা দেন, সেই সঙ্গে আপনি যে ঈশ্বরের সন্তান তা জানিয়ে দেন।

১ করিন্থীয় ৬ঃ১৯ "তোমরা কি জান যে তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন যাহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ।

গালাতীয় ৪ঃ৬ আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন।

রোমীয় ৮ঃ১৫-১৬ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে আবার ভয় করিবে, কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা,

পিতা বলিয়া ডাকিয়া উঠি। আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

আপনার করণীয়

৭। এ অধ্যায়ে বর্ণিত পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার ধাপগুলি অনুযায়ী আপনার পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লিখুন।

৮। আপনার অভিজ্ঞতার কোন বিষয় যদি বাদ পড়ে যায়, পিছনে ফিরে গিয়ে প্রত্যেকটি ধাপের জন্য প্রার্থনা করুন এবং পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনার জীবনে তা করেন।

আত্মিক স্বাস্থ্য

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ২৩ "শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে ....অবিকল আত্মা, প্রাণ ও দেহ তোমাদের............অনিন্দনীয় ভাবে রক্ষিত হউক।"

আপনার পক্ষে যতটা সম্ভব, দেহকে ভাল খাবার দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, সর্ব্বদিক থেকে তত্বাবধান করে থাকেন।

কিন্তু কেন? কারণ আপনি চান আপনার দেহকে সুস্থ-সবল, পরিতৃপ্ত ও আরামদায়ক অবস্থার মধ্যে রাখতে। আপনি যদি আপনার আত্মিক জীবনকে সুস্থ-সবল রাখতে চান, তাহলে আপনাকে আরো কত না বেশী যত্ন করতে হবে।

বাতাস যেমন আপনার দৈহিক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য একান্ত প্রয়োজন, প্রার্থনাও ঠিক তেমনি আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য প্রয়োজন। পরবর্তী পাঠে আপনি শিক্ষা লাভ করতে পারবেন—পবিত্র আত্মা প্রার্থনায় কি ভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন।

ঈশ্বরের বাক্য আপনার আত্মার খাদ্য। পবিত্র আত্মা, শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করেন, তিনিই শাস্ত্রের মধ্যমনি। আর এজন্য এর মাঝে যা-কিছু আছে, একমাত্র তিনিই জানেন। অনেক পূর্ব্বে ঈশ্বর তাঁর লোকদের দ্বারা তাঁর বিষয়গুলি আমাদের জন্য পবিত্র শাস্ত্রে লিখে রেখেছেন যা আমাদের জানা প্রয়োজন।

২ পিতর ১ঃ২১ মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।

প্রভু যীশু শিষ্যদের নিকট প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন, যখন পবিত্র আত্মা আসবেন, তখন তিনি তোমাদের শিক্ষা দেবেন। পবিত্র আত্মা অবতরণের পর যীশুর শিষ্যেরা যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন তখন ঈশ্বরের বাক্যকে আরো ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন আজও যারা পবিত্র আত্মায় অবগাহিত হচ্ছেন, তাদের অনেকের জীবনে সেই একই অভিজ্ঞতা রয়েছে।

যোহন ১৪ ঃ ২৬ "কিন্তু সেই সহায়..তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।"

নহিমিয় ৯ ঃ ২০ "আর তুমি শিক্ষা দিবার জন্য আপন মঙ্গলময় আত্মা তাহাদিগকে দান করিলে।"

কেভিন ও ডরোথি রানাঘান রচিত ক্যাথলিক পেন্টিকষ্টাল নামক বইতে এই প্রকার আত্মসাক্ষ্য খুঁজে পাবেন।

* আমি শাস্ত্রের প্রতি হঠাৎ করে খুবই আকর্ষিত হয়ে পড়লাম তা আমার নিকট সহজ স্বচ্ছ হয়ে ধরা দিল। প্রার্থনার মধ্যে আমি প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পেলাম।

* আমি ঘরে ফিরে গিয়ে রাত তিন ঘটিকা পর্যন্ত গীতসংহিতা ও প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণ পাঠ করছিলাম। আমি হাত থেকে বাইবেল নামাতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিল যেন আরো পড়ি।

* পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর আত্মা আমাকে শাস্ত্র থেকে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে, যা আমার সারা জীবনে নিজে শিখতে পারতাম না। যখন আমি শাস্ত্র পাঠ করি, তখন ঈশ্বরের বাক্য আমার মধ্যে থাকে কারণ খ্রীষ্ট আমার মধ্যে বাস করেন।

আপনার করণীয়

৯। যোহন ১৪ ঃ ২৬ পদ মুখস্থ করুন।

১০। শাস্ত্র পাঠ করতে গিয়ে আপনার মনোভাব চিন্তা করুন। আপনি কি সত্যি তা উপভোগ করেন। আপনি কি আরো ভালভাবে বুঝতে চান ?

১১। ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের এবং প্রার্থনার স্বাধীনতার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। প্রতিদিন বাইবেল পাঠের আগে প্রার্থনা করুন যেন পবিত্র আত্মা আপনাকে তা বুঝতে সাহায্য করেন।

আত্মিক বৃদ্ধি

আপনি কতবার এ কথা বলতে শুনেছেন দেখ বালকটি দিন দিন তার বাবার মতো হয়ে উঠছে। যখন কোন সন্তান বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন দিনের পর দিন তার পিতা মাতার মতো হয়ে উঠতে দেখা যায়। আপনার বিষয়ে কেমন ? আপনি কি আপনার স্বর্গীয় পিতার মতো হয়ে উঠছেন ? আপনি যদি পবিত্র আত্মাকে আপনার জীবনে

পরিচালনা দিতে সুযোগ দেন, তা হলে আপনি আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবেন। অন্য লোকে আপনার জীবনে এই বৈশিষ্ঠগুলি দেখতে পাবে, যা আপনাকে স্বর্গীয় পিতার সন্তান হতে সাহায্য করবে। তারা এগুলিকে আত্মার ফল বলে থাকে।

গালাতীয় ৫ঃ২২, ২৩ কিন্তু আত্মার ফল, প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গল ভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয় দমন।

আপনার শিশুকালে আপনি সহায়হীন ছিলেন। যখন আপনি বেড়ে উঠেছেন, শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, নূতন অভিজ্ঞতায় এখন অনেক কিছু করতে পারেন যা পূর্বে পারেন নি। ঈশ্বর তার সন্তানদের নূতন নূতন আত্মিক আশীর্বাদ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। এই অভিজ্ঞতা তাকে আত্মিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করবে।

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা, ঈশ্বর চান যেন তার সকল সন্তান এ অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনেকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার কথা বলে থাকেন, কিন্তু মনে রাখবেন, পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র প্রভু যীশুর যে স্বভাব, সেই একই স্বভাব পবিত্র আত্মার। পবিত্র আত্মা আপনার জীবনকে এমন ভাবে পরিপূর্ণ করতে চান, যেন ঈশ্বরের সকল স্বভাব তার মধ্যে পরিপূর্ণ থাকে। ঈশ্বরের স্বভাব হচ্ছে প্রেম ও পবিত্রতা। আপনি যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন তখন প্রেম ও পবিত্রতায় পূর্ণ হবেন।

এক টুকরো শুকনো স্পঞ্জের কথা চিন্তা করুন। যদি সেটি জলে পূর্ণ বালতির মধ্যে ফেলে দেন, তা হলে সেটি যতটা সম্ভব জল ধারণ করবে। যদি সেটাকে সেখান থেকে তুলে আনেন দেখবেন ফোটায় ফোটায় জল তা থেকে ঝরে পড়ছে। যদি স্পঞ্জ টুকরোকে নাড়া দেন বা স্বজোরে চাপ দেন তা হলে কি ঘটবে? আপনি দেখবেন যে জল স্পঞ্জ ধারণ করেছিল তা সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। আপনিও ঠিক সেই স্পঞ্জের মতো। যীশু আপনাকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করতে চান। তিনি চান যেন তাঁর আত্মা আপনার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাঁর স্বভাব আপনার জীবনের অংশ হয়ে উঠে। যদি আপনি আত্মায় পূর্ণ হন, মানুষ আঘাত করতে পারে, জীবনে চাপ আসতে পারে। বিভিন্ন সমস্যা আপনার জীবনকে বিচলিত করে তুলতে পারে। কিন্তু আপনি আত্মায় পূর্ণ বলে সকল পরিস্থিতিতে আপনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ পাবে।

জন এল, সেরিল They speak with other tongues বইতে আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

পবিত্র আত্মার অবগাহনের সঠিক মুহূর্তে ভালবাসার অভিভূতকারী প্রভাব আমাকে আকড়ে ধরেছিল।

আমি ডুবে গিয়েছিলাম যেন তা আমাকে ভাসিয়ে নিচ্ছিল। পবিত্র আত্মার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা চিন্তিত কিন্তু সেই শক্তির যে স্বভাব যাতে আমি অভিভূত, সেটি হচ্ছে প্রেম।

আমি চিন্তা করে দেখেছি পবিত্রতায় রূপান্তরিত হওয়ার মূল বৈশিষ্ট প্রেম। পবিত্র আত্মার অবগাহনের অভিজ্ঞতায় আমি প্রেমের অভিভূতকারী ক্ষমতার সান্নিধ্যে এলাম। আমি দেখতে পেলাম, আমি সুচী, প্রতিষ্ঠিত ও সুস্থ। আমি একটি পূর্ণতার কথা জানতাম, কিন্তু তা যে এমন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আপনার করণীয়

১২। গালাতীয় ৫ ঃ ২২-২৩ পদ মুখস্থ করুন। প্রার্থনা করুন যেন পবিত্র আত্মা আপনার জীবনে এই ফল উৎপন্ন করেন।

১৩। ঈশ্বরীয় স্বভাবের দুটি বৈশিষ্ঠের নাম বলুন যা সাধারণ মানুষ তার সন্তানদের জীবনে দেখতে পাবে।

....

জীবনের উদ্দেশ্য

আপনি কেবল মাত্র নিজের জন্য জন্ম গ্রহণ করেন নি। আপনার দৈহিক জীবনের একটি বড় উদ্দেশ্য দেহের যত্ন করা। আপনার আত্মিক জীবনে আরো বড় দায়িত্ব, আত্মার তত্বাবধান করা। আপনি ঈশ্বরের মহান পরি-কল্পনায় অংশ গ্রহণ করার জন্য জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঈশ্বরের একটি পরিচালনা আপনার জন্য রয়েছে যা আপনাকে করতে হবে। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের এই পরিকল্পনায় আপনাকে যোগ্য করে তোলেন। তাকে আপনার জীবন পরিকল্পনা করতে দিন। আপনিই পারবেন জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে। তিনি আপনাকে খ্রীষ্টের জন্য মরতে ও জীবন যাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেবেন। পবিত্র আত্মা দুই ভাবে খ্রীষ্টের জন্য আত্ম সাক্ষ্য দিতে সাহায্য করেন। আপনার পরিবর্তিত জীবনও বাক্যের মধ্য দিয়ে। তিনি স্বর্গীয় পথ ধরে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই সঙ্গে অন্যকেও নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যেন তারাও আপনার সঙ্গে স্বর্গে যেতে পারেন।

> **প্রেরিত ১ঃ৮** কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা আমার সাক্ষী হইবে।

আপনার করণীয়

১৪। পবিত্র আত্মা আপনার বন্ধু ও সহায় হয়ে এসেছেন, এ জন্য তাকে ধন্যবাদ দিন।

আপনার উত্তর

২। ঈশ্বরের আত্মা, জীবনের আত্মা

৩। বিশ্বাসী, হস্তার্পণ, সুস্থ হবে

৪। হ্যাঁ

১৩। প্রেম, পবিত্রতা

পাঠ ৬

পবিত্র আত্মা আপনাকে প্রার্থনায় সাহায্য করেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- আত্মা আপনাকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন
- আত্মা আপনাকে আরাধনায় সাহায্য করেন
- আত্মা দোষ স্বীকার করতে সাহায্য করেন
- আত্মা দেখিয়ে দেন, কি যাচ্না করতে হবে
- আত্মা আপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন

আপনার চিন্তার জন্য

কয়েকজন ক্যাথলিক ছাত্র পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে লিখেছেন ঃ

* প্রার্থনায় এক নূতনত্ব ছিল। সে নূতনত্ব আমাদের অনেকের জন্য গভীর বিশ্বাসের জীবন স্বরূপ। আমরা অনেকেই ধন্যবাদ ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়েছিলাম।

* প্রার্থনা আমাদের জীবনে প্রকৃত আনন্দ এনে দিয়েছিল এবং আমি ঈশ্বরের ভালবাসার গভীর

উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিলাম। আমার মনে পড়ে ঈশ্বরের ভালবাসার আনন্দে আমি আধ ঘন্টা সময় হেসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম।

* প্রার্থনায় সময় কাটানোই আমার সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল কারণ আমি বুঝতে পেরে-ছিলাম প্রার্থনায় কত আনন্দ। ঈশ্বরের প্রশংসা বলতে সত্যি যে অর্থ তা আমি আগে বুঝিনি। আমি প্রার্থনায় ধন্যবাদ দিতাম কারণ আমি জানতাম একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে হলে আমার তা করা উচিত। এখন প্রার্থনা আমার জীবনে একটি আনন্দ। আমি যখন প্রার্থনা করি তখন ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করি।

* পবিত্র আত্মার অবগাহন আমার জীবনে এমন প্রভাব ফেলেছে যে একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে সত্য ভাবে বলতে গেলে, তা আমাকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা দিয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাকে পিতা, পুত্রকে জানার মধ্য দিয়ে অনন্তকালস্থায়ী জীবনের আস্বাদ দিয়েছে। পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করতে, পরিচালনার সুযোগ দিতে, খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে আমি আর ভীত নই।

* কেভিন ও ডরোথী রানাংহান রচিত ক্যাথলিক পেন্টিকষ্টাল বই থেকে গৃহীত।

আত্মা আপনাকে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দেন

আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থনাকে কি হিসাবে মনে করেন ? একটি কর্তব্য সাধন, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা যা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন ? আপনি যখন প্রার্থনা করেন, তখন কি মনে করতে পারেন ঈশ্বর আপনার পাশেই। আপনি কি প্রার্থনার উত্তর পেয়ে থাকেন ? আপনি কি ঈশ্বরের সঙ্গে কাজ করে প্রার্থনায় সুন্দর ফল দেখতে চান ? আপনার একজন বন্ধু আছেন যিনি প্রার্থনা শিক্ষা দিতে বিশেষজ্ঞ— তিনি হলেন পবিত্র আত্মা।

আপনি ইতিমধ্যে পড়েছেন তিনি কি ভাবে ঈশ্বরকে বাস্তবে আপনার নিকট প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি আপনাকে কতটা ভালবাসেন, আপনি যদি তাঁকে ভালবাসেন তাহলে আপনি নিশ্চয় চাইবেন যেন তাঁর সঙ্গে প্রার্থনায় সময় কাটাতে পারেন। আপনি জানেন তিনি আপনার যত্ন নেন, তাঁর উপর আপনার বিশ্বাস আছে। আপনার প্রয়োজন তাঁর নিকট খুলে বলতে পারেন।

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের নিকট যাচ্‌না করতে সাহস যুগিয়ে দেন, সেই সঙ্গে নিশ্চয়তা দেন যে আপনি যা চেয়েছেন তা অবশ্য পাবেন। তিনি আপনাকে প্রার্থনা শিক্ষা দিতে ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করেন। বাইবেল

আপনাকে বলে দেয়, কি প্রার্থনা করতে হবে কি ভাবে প্রার্থনা করতে হবে এবং কি চাইবেন। পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাকে আপনার নিকট বাস্তবে উপস্থিত করেন এবং তা পেতে সাহায্য করেন।

প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা। দুই ভাবে তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হতে পারে, নিরবে চিন্তার মধ্য দিয়ে ও কথা বলে। ঈশ্বর যা বলেন তা শুনতে হবে এবং আপনাকে বলতে হবে। আপনি যখন ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলেন, তখন তিনটি বিষয় আপনার করা উচিৎ।

১। প্রশংসা করা
২। পাপ স্বীকার করা
৩। প্রয়োজনীয় বিষয় চাওয়া

প্রার্থনাকে একটি চাকার সঙ্গে তুলনা করুন যা খ্রীষ্টিয় জীবনকে ঈশ্বরের কাজে সম্মুখ দিকে এগিয়ে

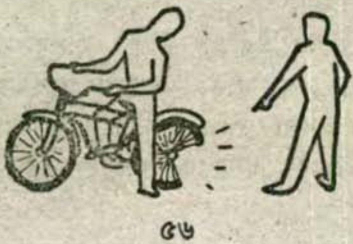

যেতে সাহায্য করবে। একটি চাকা তার কোন একটি অংশকে বাদ দিয়ে সামনে বেশী দূরে এগিয়ে যেতে পারে না পবিত্র আত্মা প্রার্থনার প্রত্যেক অংশে আপনাকে সাহায্য করতে চান।

আপনার করণীয়

১। প্রার্থনা মানে কি ?..............................

২। তিনটি বিষয়ের নাম লিখুন যা প্রার্থনায় আপনার করা উচিত। প্রার্থনার যে অংশে আপনি দূর্বল মনে করেন তার পাশে চিহ্ন দিন।..............................

....

পবিত্র আত্মা প্রশংসা করতে সাহায্য করেন

আপনার প্রার্থনায় প্রশংসার স্থান কতটুকু। প্রশংসায় আপনি ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালবাসা প্রকাশ করেন। যেখানে কোন ভালবাসা নেই, সেখানে প্রকৃত প্রশংসা নেই এবং তা মূল্যহীন। পবিত্র আত্মা আপনাকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় ও তাঁর ভালবাসায় উত্তর দিতে

সাহায্য করে। কোন কোন সময় গান গভীর ভালবাসার কথা প্রকাশ করে, তাই আপনি গান করে থাকেন। কোন কোন সময় বাক্যে আপনি তার প্রশংসা করেন, আবার কোন সময় আশীর্বাদের জন্য নীরবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকেন।

ইফিষীয় ২ঃ১৮ কেননা তাহারই দ্বারা আমরা উভয় পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পাইয়াছি।

ফিলিপীয় ৩ঃ৩ কারণ আত্মায় আমরা তাহার আরাধনা করি················মাংসে প্রত্যয় করি না।

যোহন ৪ঃ২৪ ঈশ্বর আত্মা, আর যাহারা তাহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।

মহান প্রচারক চার্লস লিখেছেন ঃ

ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম যেন যীশুর সঙ্গে বাস্তবে দেখা করতে পারি। তিনি আমাকে কিছু বলেননি কিন্তু এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন ভগ্ন-চূর্ণ হয়ে তার পায়ে পড়ি।

আমি শিশুর মতো চীৎকার করে কেঁদেছিলাম এবং শ্বাসরূদ্ধ অবস্থায় পাপ স্বীকার করলাম। আমি ফিরে যেন অগ্নির পাশেই বসলাম। আর আমি পবিত্র আত্মায় অবগাহিত হলাম। এমন ভাষা নেই যা দিয়ে হৃদয়ের এই গভীর ভালবাসাকে আমি প্রকাশ করতে পারি। আমি আনন্দে তার ভালবাসার জন্য কাঁদতে লাগলাম।

প্রশংসা বা আরাধনাকে কি দৈনন্দিন জীবনের অংশ হিসাবে আপনি দেখতে চান? পবিত্র আত্মার সহ-যোগিতায় এই পাঁচটি উপায়ে আপনি তা করতে পারেন।

১। প্রত্যেকদিন গীতসংহিতা পাঠ করুন। এটি আপনাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে সাহায্য করবে।

২। বাইবেলে লেখা প্রার্থনাগুলি লক্ষ্য করুন। এগুলি আপনার জন্য একটি আদর্শ।

৩। যখন আপনি প্রার্থনা করেন, কোন কিছু যাচ্‌নার পূর্বে তার প্রশংসা করুন।

গীতসংহিতা ১০০ ঃ ৪ "তোমরা স্তব সহকারে তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর, প্রশংসা সহকারে তাঁহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর, তাঁহার স্তব কর, তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর।

৪। আরাধনায় গান করুন ও ধন্যবাদ দিন। ঘরে বা মণ্ডলীতে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান করুন এবং এর অর্থ সম্পর্কে চিন্তা করুন। এমন কি পবিত্র আত্মা আরাধনায় আপনার জন্য নূতন সঙ্গিত উপস্থিত করতে পারেন।

ইফিষীয় ৫ ঃ ১৮-২০ "কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও·····················আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর, সর্বদা সর্ব বিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।"

৫। পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে সাহায্য করেন। যে সকল লোক পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে তারা ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসায় আশ্চর্য শক্তি লাভ করেছেন। পবিত্র আত্মা আপনাকে সাহায্য করতে চান।

আপনার করণীয়

৩। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যিনি পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়েছেন আরাধনায় আপনাকে সাহায্য করবার জন্য। কোন কিছু চাইবার পূর্বে পাঁচ মিনিট কেবল মাত্র প্রশংসা ও ধন্যবাদের মধ্য দিয়ে আরাধনায় কাটান।

৪। গীতসংহিতা ১৪৫ অধ্যায় জোরে জোরে পাঁচ বার পড়ুন এবং আরাধনায় প্রভুর উদ্দেশে গান করুন।

৫। যে সকল বিষয়ের জন্য আপনি কৃতজ্ঞ, তার একটি খসড়া তৈরী করুন এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন।

পবিত্র আত্মা আপনাকে দোষ স্বীকার করতে সাহায্য করেন

আপনি কি কোন সময় এমন কোন বাধা অনুভব করেছেন যে, ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারছেন না ? আপনার প্রার্থনার জীবনে যে কোন বাধা থাকুক না কেন পবিত্র আত্মা তা থেকে মুক্ত করতে চান। একটি ছোট শিশুর স্বভাবকে লক্ষ্য করুন, যখন সে তার পিতার অবাধ্য হয়। সেকি তার পিতাকে দেখে আনন্দিত হয় ? তার

পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য দৌড়ে আসে অথবা তার পিতার কাছ থেকে নিজেকে লুকাতে চায়? যদি তার বাবার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তার দোষই বাধা হয়ে দাড়ায়। সে যা করেছে, তা স্বীকার করতে হয়,

অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয়। যখন সে এটা করে তখন পিতার প্রেম ও ভালবাসার নিশ্চয়তা লাভ করে—যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্য চাইতে পারে।

ঠিক তেমনি ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের একই অবস্থা হয়ে থাকে। আমরা নিজ দোষ সম্বন্ধে অন্ধ কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের দোষ দেখতে সাহায্য করেন। তিনি পাপের ভয়াবহতা দেখিয়ে

দেন এবং ঈশ্বরের নিকট তা স্বীকার করতে সাহায্য করেন। আমরা যদি কোন লোকের বিরুদ্ধে অন্যায় করি, তিনি বলে দেন যেন আমরা তাদের নিকট ক্ষমা চাই এবং সঠিক সম্পর্ক গড়ে তুলি। বাইবেলের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এভাবেই আত্মিক উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়েছে।

যোনাথন গোফোর্থ When the spirit's fire swept korea বইতে কতগুলি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। মাসের পর মাস ধরে মেথোডিষ্ট ও প্রেসবেটেরিয়ান মিশনারীরা আত্মিক উদ্দিপনার জন্য প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন, যার ফলে বিরাট আত্মিক উদ্দিপনা নেমে এসেছিল, অনেক শক্তিশালী মণ্ডলী স্থাপিত হয়েছিল। পিয়ং ইয়াং নামক ছোট একটি কেন্দ্রে এ উদ্দিপনা শুরু হয়েছিল।

> সাধারণ ভাবে সভা পরিচালিত হচ্ছিল, অনেকে কেঁদে কেঁদে পাপ স্বীকার করেছিলেন, মিঃ শ্যালেন বলেছিলেন, তিনি সেখানে অদ্ভুত কিছু ঘটতে দেখেন নি, কিন্তু জনতার মাঝে যে ভাবাবেগ তিনি মনে করেছিলেন তা থামিয়ে দেবার জন্য গান শুরু করতে ঘোষণা দিয়েছিলেন, বার বার তিনি যে কাজ করে ব্যর্থ হয়েছিলেন শেষে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ সভাকে অন্য কেউ পরিচালিত করছে।

এই ঘটনার পর পিয়ং ইয়ং এর মাতৃমণ্ডলী প্রচুর আশীর্বাদের জন্য সপ্তাহব্যাপী প্রার্থনায় অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তারা উত্তর পাচ্ছিলেন না। সভার শেষ দিন বিকেলে প্রায় ১৫০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন, একজন বৃদ্ধ যিনি সভা পরিচালনা করছিলেন তিনি উঠে দাড়িয়ে বল্লেন, আমারই পাপের জন্য ঈশ্বর আজ এখানে সবাইকে আশীর্বাদ করতে পারছেন না। তিনি একজন মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধুর অনুরোধে তার সম্পত্তি দেখা-শুনার জন্য রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে বেশ কিছু অর্থ নিজের জন্য নিয়েছিলেন। এই পাপ স্বীকার করার পর তিনি বলেছিলেন, আমি সেই বিধবাকে আগামীকাল ভোরেই সেই অর্থ ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

তখনই এটা বুঝা গিয়েছিল যে বাধার দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে, পিতা ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা নেমে এসেছেন। পাপের চেতনা জনতার মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সভা শুরু হয়েছিল রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়, চলেছিল বিরতীবিহীন ভাবে সোমবার সকাল দু'ঘটিকা পর্যন্ত। এই সময়ে বহুলোক যারা অবিরত ক্রন্দন ও প্রভুর নিকট পাপ স্বীকার করে চলছিলেন।

পবিত্র আত্মা যখন নেমে এসেছিলেন, তিনি অসাধারণ কাজ করছিলেন মাত্র এক দিনের অর্ধেক সময়ে,

যা আমরা মিশনারীরা ছয় মাস ব্যাপী সময়ে করতে পারিনি। দু'মাসের কম সময়ে দুই হাজারের বেশী লোক প্রভুতে সংযুক্ত হয়েছিল।

১৯০৭ সালের মাঝামাঝি প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক পরিবর্তিত হয়ে পিয়ং ইয়ং কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। ১৯১০ সালের শেষ দিকেও এই উদ্দিপনা চলছিল এবং একমাত্র অক্টোবর মাসের এক সপ্তাহেই চার হাজার লোক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল।

পিয়ং ইয়ং এ সেই সময় যে ঘটনা ঘটেছিল আজকে বিংশ শতাব্দিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন মণ্ডলীতে সেই একই ঘটনা ঘটে চলছে। যখন কোন খ্রীষ্টিয়

সন্তান তার পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তখন ঈশ্বর তাঁর গৌরবের জন্য তাদের ব্যবহার করেন, উদ্দিপনা নেমে আসে। প্রার্থনায় উত্তর পাওয়া যায়, লোকেরা পরিত্রাণ পায়।

২ বংশাবলি ৭ : ১৪ আমার প্রজারা যাহাদের উপর আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব, ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব।

১ যোহন ১ : ৮-৯ আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি.....................
আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে সূচী করিবেন।

গীতসংহিতা ১৯ : ১২, ১৪ ভ্রান্তির কার্য সকল কে বুঝিতে পারে, তুমি গুপ্ত দোষ হইতে আমাকে পরিষ্কার কর। আমার মুখের বাক্য ও আমার চিত্তের ধ্যান তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হউক, হে সদাপ্রভু, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।

গীতসংহিতা ১৩৯ : ২৩, ২৪ হে ঈশ্বর আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তকরণ জ্ঞাত হও, আমার

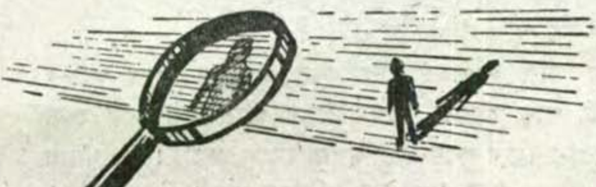

পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও, আর দেখ আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

আপনার করণীয়

৬। কোরিয়ার পিয়াং ইয়াং এর খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট পবিত্র আত্মা কি দেখিয়েছিলেন। তাদের ভবিষ্যত, তাদের সুযোগ সুবিধা অথবা তাদের দোষ ?

....

৭। প্রার্থনা সহকারে গীতসংহিতা ৫১ অধ্যায় পাঠ করুন।

৮। ২ বংশাবলি ৭ঃ১৪, গীতসংহিতা ১৯ঃ ১২-১৪, গীতসংহিতা ১৩৯ঃ২৩, ২৪ মুখস্থ করুন ও বার বার ঈশ্বরকে বলুন। আপনার দোষ দেখার জন্য পবিত্র আত্মার অপেক্ষা করুন, তার ক্ষমা ও সাহায্য যাচ্‌না করুন। তিনি যা আপনাকে দেখান তাই করুন।

পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন কি যাচ্না করতে হবে

স্বর্গীয় পিতার নিকট আপনার কি প্রয়োজন, পবিত্র আত্মা সে বিষয়ে যাচ্না করতে উৎসাহিত করেন। তিনি অন্যের জন্য প্রার্থনা ও তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেন। আপনি ঈশ্বরের নিকট যা যাচ্না করেছেন—তা তিনি দেবেন, এ বিষয়ে তিনি আপনাকে বিশ্বাস যুগিয়ে দেন।

রোমীয় ৮ঃ১৫ বস্তুত তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে, কিন্তু দত্তক পুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা পিতা বলিয়া ডাকিয়া উঠি।

ফিলিপীয় ৪ঃ৬ কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না কিন্তু সর্ব বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচ্না সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর।

কিন্তু অনেক সময় আপনার কি প্রয়োজন তা আপনি জানেন না। আপনি ভুল জিনিষও যাচ্না করতে পারেন, তাই আপনার সাহায্যকারী বন্ধু পবিত্র আত্মা সেই সময় আপনার ও অন্যের কি প্রয়োজন তা প্রার্থনায় স্মরণ করিয়ে দেন।

ঈশ্বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কাজ করতে আপনাকে মনোনীত করেছেন। যখন কোথাও কোন প্রয়োজন হয়, তিনি তাঁর সন্তানদের প্রার্থনা করতে বলেন। তাদের প্রার্থনার উত্তর পাবার জন্য কি প্রয়োজন তাও তিনি করেন। এই ভাবেই তিনি আত্মার পরিত্রাণ আত্মিক উদ্দিপনা, সমস্যার সমাধান, সুস্থতা ও প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। ঈশ্বর আপনার পরিবার, মণ্ডলী, বন্ধু-বান্ধব, দেশ ও সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রার্থনার দায়িত্ব দিয়েছেন যা বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের কাজে প্রভাব বিস্তার করে।

পবিত্র আত্মা কোন নির্দিষ্ট প্রয়োজন না জানিয়ে কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনার চাপ দিতে পারেন। হতে পারে সেই ব্যক্তি মৃত্যু সজ্জায়, মহা সমস্যাগ্রস্থ, মহা পরীক্ষার সম্মুখীন বা প্রভুর কাজে তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রয়োজন। আপনার প্রার্থনা তাকে সাহায্য করবে।

অরিগন রাজ্যের পোর্টল্যাণ্ডে একজন খ্রীষ্টিয়ান তার পালক যোষেফ বোগকে বলেছিলেন, "আজকে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে ঈশ্বর আমাকে আফ্রিকার আল্‌ভা ওয়াকার নামক এক ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে বল্লেন, যতক্ষণ না আমি ঈশ্বরের কাছ

থেকে প্রার্থনার উত্তর সম্পর্কে নিশ্চয়তা পেলাম, আমি প্রার্থনা করতে থাকলাম। আল্‌ভা ওয়াকার একজন মিশনারী যিনি অনেক দূরে আফ্রিকায় কালাজ্বরে মৃত-

প্রায় ছিলেন। যখন তার অপরিচিত খ্রীষ্টিয় ভাই তার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ভোরে উঠে তিনি সুস্থতা লাভ করেছিলেন। তার জীবন রক্ষা পেয়েছিল কারণ একজন আত্মার পরিচালনায় বাধ্য হয়েছিলেন।

ইফিষীয় ৬ঃ১৮ সর্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব সময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতি সহ জাগিয়া থাক।

আপনার করণীয়

১। ফিলিপীয় ৪ঃ৬ ও ইফিষীয় ৬ঃ১৮ পদ মুখস্থ করুন।

১০। আপনার সাহায্যকারী বন্ধু বইটি যারা পড়ছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন তার জন্য যাকে আপনি একটি প্রচার মূলক কোর্স পড়তে অনুরোধ করেছিলেন।

পবিত্র আত্মা আপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন

পবিত্র আত্মা প্রার্থনার স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে আপনার ভাষায় প্রার্থনা করবেন। হতে পারে কোন একটি প্রয়োজন যা ইতিমধ্যে আপনি অনুভব করতে পেরেছেন, অথবা আত্মা আপনার মধ্যে সচেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন যেন আপনার মন ও অনুভূতিকে পরিচালিত করেন। প্রার্থনায় আপনি আত্মার গভীরে প্রবেশ করে কোন বিশেষ জরুরী প্রয়োজন বুঝতে পারেন। আত্মা আপনার বা অন্যের প্রয়োজনে ঈশ্বরের পক্ষে সেই কাজ করে থাকেন।

কোন বিশেষ প্রয়োজনে প্রার্থনায় আপনি চাপ অনুভব করতে পারেন। আত্মা প্রয়োজন অনুসারে ক্রন্দনের মধ্য দিয়েও প্রার্থনা করতে পারেন যা আপনি বুঝেন না।

ইব্রীয় ৫ঃ৭ যীশু ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপাত সহকারে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রোমীয় ৮ঃ২৬-২৭ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দূর্বলতায় সাহায্য করেন, কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করতে হয়, তাহা আমরা জানি না .... ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।

কোন কোন সময় পবিত্র আত্মা আপনার মধ্য দিয়ে অন্য ভাষায় প্রার্থনা করতে পারেন, যে ভাষা আপনি জানেন না কিন্তু তিনি ও পিতা জানেন। পৌল এটাকে গ্লাসোলালিয়া বা পরভাষায় প্রার্থনা করা বলেছেন। কোন কোন স্থানে এটাকে (অপরিচিত শব্দে কথা বলা) অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে কারণ কোন ভাষা বুঝতে না পারলে আমরা তাকে বিশেষ শব্দ হিসাবে বলে থাকি।

পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যদিয়ে সমস্যার বিস্তারিত বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করে থাকেন যা আপনার জানার প্রয়োজন নেই। তিনি শয়তানের ক্ষমতার উপর শক্তি ধারণ করেন যা প্রার্থনায় বাধা হয়ে দাড়ায়। তিনি

বিজয় ঘোষণা করেন ও প্রার্থনার উত্তরের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। তিনি স্বর্গীয় ভাষায় ঈশ্বরীয় ভালবাসার কথা প্রকাশ করেন কিন্তু আপনি তা জানেন না ও বুঝেন না যে কি ভাবে তা প্রকাশ করতে হবে। আত্মা আপনার প্রয়োজন অনুসারে হৃদয়ে চাপ সৃষ্টি করেন এবং প্রশংসায় আপনার অন্তরকে পূর্ণ করেন।

পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা যে বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই বলে তিনি তাদের জীবন থেকে তাদের বোধগম্য সাধারণ প্রার্থনার দায়িত্বগুলি তুলে নেননি। জানিত এবং অজানিত এই দুই প্রকার প্রার্থনারই প্রয়োজন রয়েছে।

> **১ করিন্থীয় ১৪ঃ২, ১৪-১৫** কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং আত্মায় নিগূঢ়তত্ত্ব বলে। কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে দাড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব।

> **যাকোব ৫ঃ১৬** তোমরা একজন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা কর।

ঈশ্বর আপনাকে তাঁর সঙ্গে দুঃসাহসিক কাজ করার সুযোগ দেন। পবিত্র আত্মাকে আপনার মধ্য দিয়ে, পরিচালনা দিতে, শিক্ষা ও প্রার্থনা করতে সুযোগ দেন। আপনি যদি এ পরিচর্যা গ্রহণ করেন, তা হলে প্রার্থনায় কি অদ্ভুত উত্তর পাওয়া যায় তা দেখতে পাবেন।

আপনার করণীয়

১১। রোমীয় ৮ঃ২৬-২৭ পদ মুখস্থ করুন। আপনি কি চান পবিত্র আত্মা আপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করেন? এ বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলুন।

১২। আপনি কি প্রার্থনার পরিচর্যা চান? এখনই শুরু করুন। পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন এ বিষয়ে তিনি আপনাকে পরিচালনা দিয়ে সচেতন করেন। আপনার পরিবারে ও মণ্ডলীতে এ সুযোগকে ব্যবহার করুন। যে সকল বন্ধু জানেন প্রার্থনার জীবনে পবিত্র আত্মা কি ভাবে পরিচালনা দেন,

তাদের সঙ্গে সম্ভব হলে একঘন্টা বা তার বেশী সময় প্রার্থনায় কাটান। সুসমাচার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যারা বিনামূল্যে ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউটের এই সুসমাচারের পাঠ শিক্ষা লাভ করছে, তাদের পরিত্রাণ ও পাঠ্যমালা ছাপাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য প্রার্থনা করুন।

১৩। আপনি এখন প্রথম তিনটি অধ্যায়ের পড়া শেষ করেছেন, ছাত্র-রিপোর্টের প্রথম অংশের উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়েছেন, ১-৩ অধ্যায় পুন-পরীক্ষা করুন এবং ছাত্র-রিপোর্টে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করুন। তার পর উত্তরগুলি ছাত্র-রিপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় যে ঠিকানা দেওয়া আছে, সেখানে পাঠিয়ে দিন।

আপনার উত্তর

১। প্রশংসা করা

২। পাপ স্বীকার করা

৬। প্রয়োজনীয় বিষয় চাওয়া

পাঠ ৪ পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিচালনা দেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- আপনাকে পরিচালনা দেবার একজন বন্ধু আছেন
- তিনি বাক্যের মাধ্যমে পরিচালনা দেন
- তিনি মণ্ডলীর মাধ্যমে পরিচালনা দেন
- তিনি আত্মিক দানের মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন
- তিনি দর্শন ও স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন
- তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন

আপনার চিন্তার জন্য

পৌল গালাতীয় মণ্ডলীকে লিখেছিলেন, "তোমরা যদি আত্মায় পূর্ণ হয়ে থাক, তাহলে আত্মায় চল। করিন্থীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু আত্মায় চলতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ কারণে পৌল দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা এখনও জাগতিক·········মনুষ্যের মত চলছ। একজন ঈশ্বরের নিকট থেকে কতটা আত্মিক দান পেয়েছে এতে কিছু এসে যায় না। তিনি যতক্ষণ না আত্মাতে চলেন, কোন

কিছুই সম্পাদিত হতে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, পবিত্র আত্মা সকল বিশ্বাসীকে সত্যে নিয়ে যাবার জন্য পরিচালিত করেন কিন্তু একজন বিশ্বাসীর জীবনে তিনি কি ভাবে কাজ করবেন যদি তিনি এই সত্যের বাক্য পাঠ না করেন?

পবিত্র আত্মা আমাদের সাক্ষ্য দিতে শক্তি যুগিয়ে থাকেন (প্রেরিত ১ঃ৮) কিন্তু কোন লোক যদি তার জীবনে এই সাক্ষ্যকে অবহেলা করেন, তাহলে তিনি কি ভাবে তাকে শক্তি যুগিয়ে দেবেন? পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর প্রার্থনার জীবনে সাহায্য দিতে চান কিন্তু তিনি যদি প্রার্থনাকে অবহেলা করেন বা পবিত্র আত্মার সাহায্যকে অস্বীকার করেন, তাহলে তিনি কি ভাবে তার কাজ সম্পাদন করতে পারেন।

মানুষ তার জীবন উৎসর্গ করণের সময় ঈশ্বরের আত্মিক দান পেয়ে থাকে, কিন্তু আত্মার ফল উৎপন্ন হতে পারে তখনই যখন কোন লোক তার দৈনন্দিন জীবনকে পবিত্র আত্মার অধীনে সঠিক ভাবে পরিচালিত করে বা "আত্মাতে চলে।"

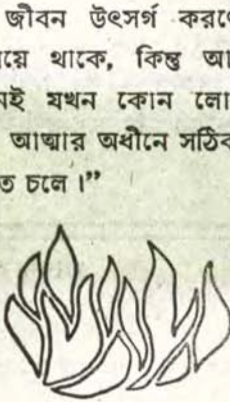

আপনাকে পরিচালনা দেবার একজন বন্ধু আছেন

আপনি কতবার আপনার বন্ধুকে বলেছেন "আমার কি করা উচিত এ বিষয়ে তোমার কি পরামর্শ ?" এমন কি অনেক লোক ভাগ্য গণনায় ও ভবিষ্যত বলায় বিশ্বাসী। কিন্তু আপনার একজন বন্ধু আছেন যিনি তাদের থেকে অনেক ভাল। আপনার বন্ধু আপনার ভবিষ্যত জানেন এবং আপনার জন্য সব চাইতে ভাল কি তাও জানেন। তিনি আপনাকে ভালবাসেন ও সকল সিদ্ধান্তে পরিচালনা দিতে চান। তিনি পবিত্র আত্মা, আপনার সাহায্যকারী বন্ধু।

গালাতীয় ৫ঃ১৬, ২৫ তোমরা আত্মার বশে চল। আত্মা আমাদের জীবন দিয়েছেন। তিনি অবশ্য আমাদের জীবনও নিয়ন্ত্রণ করবেন।

আপনার করণীয়

১। গালাতীয় ৫ঃ১৬, ২৫ পদ মুখস্থ করুন।

তিনি বাক্যের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

বাইবেল হচ্ছে পথের মানচিত্র যা পবিত্র আত্মা আপনাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য ব্যবহার করেন। দিনের পর দিন বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করে থাকেন। তাই প্রতিদিন বাইবেল পাঠ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যে বাক্য পাঠ করেন পবিত্র আত্মা অনেক সময় নির্দিষ্ট পদের মধ্য দিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন। অনেক খ্রীষ্টিয়ান তার আত্ম সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছেন "আমার একটি সমস্যা ছিল, কি করতে হবে জানতাম না, যখন বাইবেল পাঠ করছিলাম, একটি পদ আমার নিকট প্রকাশিত হলো যা আমার প্রয়োজন ছিল এবং আমার সমস্যার সমাধান হলো।"

বাইবেলের যে পদ আপনি মুখস্থ করেন তার মাধ্যমে পবিত্র আত্মা সহজেই আপনাকে পরিচালিত করতে পারেন। তিনি আপনার প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু তিনি আপনার মনে উপস্থিত করেন। আপনি যখন এমন কিছুর দ্বারা পরীক্ষিত হন

যা আপনার করা উচিত নয়, তখন এ কাজ না করার জন্য বাইবেলের কোন পদ মনের মধ্যে ভেসে উঠে, যেন আপনি থেমে যান। (তোমার ঈশ্বর আমাকে দেখেন) অনেক খ্রীষ্টিয়ানের জীবনে প্রলোভনের সময় পবিত্র আত্মা বাইবেল থেকে উপযুক্ত সময়ে একটি পদ এনে দিয়ে তাদের সেই পরীক্ষা থেকে রক্ষা করেছেন।

> **গীতসংহিতা ১১৯ঃ৯** যুবক কেমন করিয়া নিজ পথ বিশুদ্ধ করিবে ? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইয়াই করিবে।

শাস্ত্রে শিক্ষার মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা আপনার সঙ্গে কথা বলে থাকেন, এটা হতে পারে, মণ্ডলীর প্রচার, শিক্ষা, রেডিও, বাইবেল ক্লাব, সুসমাচার পুস্তিকা বা

এই প্রকার কোর্সের মধ্য দিয়ে। এইগুলি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট উপায় যার মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে সকল সত্যে নিয়ে যেতে চান। স্মরণ করুন যোহন ১৬ঃ ১৩।

আপনার করণীয়

২। যোহন ১৬ঃ ১৩ পদ মুখস্থ করুন।

৩। গীতসংহিতা ১১৯ঃ ৯ পদ মুখস্থ করুন।

তিনি মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে পরিচালনা দেন

একটি শিশু কি ভাবে, হাটতে, কথা বলতে, দৌড়াতে, খেলা করতে ও কাজ করতে শিখে? পরিবারের বাবা মা, ভাই-বোন তাকে শিক্ষা দিয়ে থাকে, কি করতে হবে এবং কি ভাবে তা করতে হবে।

যখন আপনি নূতন জন্ম প্রাপ্ত হন, পবিত্র আত্মা তখন আপনাকে ঈশ্বরের পরিবার ও মণ্ডলীর সদস্য করে নেন। তিনি চান যেন খ্রীষ্টেতে ভাই-বোনদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন যা তারা আপনাকে দিতে পারেন। কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে যখন আপনি স্থান করে নেন, তখন পরিচালনা শিক্ষা ও সাহায্য পেতে পারেন। তবে যিনি বাইবেল বিশ্বাস করেন, তাতে বাধ্য থাকেন, শিক্ষা দেন ও পবিত্র আত্মার কাজকে গ্রহণ করেন এটা তার জন্যই মাত্র প্রযোজ্য।

খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে পালক, শিক্ষক ও অন্যান্য নেতাদের দিয়েছেন্। পবিত্র আত্মা তাদের বিশেষ শক্তি ও বরদান দিয়ে থাকেন যেন তারা তাদের কাজ সুন্দর ভাবে করতে পারেন।

ইফিষীয় ৪ঃ১২ পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন যেন পরিচর্য্যা কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।

মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। মণ্ডলীর সকল নেতা ও সদস্যগণ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলে মণ্ডলী ঐক্যের মাধ্যমে কাজ করতে সমর্থ হয় এবং প্রত্যেক সদস্য ঈশ্বরের পরিকল্পনায় তার দায়িত্ব সক্রিয় ভাবে পালন করতে পারবে।

আপনার করণীয়

৪। আপনার পালক ও নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তারা সব সময় আত্মায় পূর্ণ থাকেন।

তিনি আত্মিক দানের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

সকল খ্রীষ্টিয়ানের জন্য পবিত্র আত্মার আত্মিক দান রয়েছে। তিনি চান যেন আমরা সেগুলি গ্রহণ করি ও একে অন্যকে সাহায্য করি।

১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৪, ৭ অনুগ্রহ দান নানা প্রকার কিন্তু আত্মা এক, কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

আপনি বিশ্বাসের দান, অলৌকিক ক্ষমতার দান, ও আরোগ্য দানের বিষয় পড়েছেন। এখানে আরো কতগুলি দানের কথা বলা হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১২ ঃ ৮, ১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর একজনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য ....আর একজনকে ভাববাণী, আর একজনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর একজনকে নানা বিধ ভাষা কহিবার শক্তি, আর একজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মা আপনার পালক বা আত্মায় পূর্ণ অন্য লোককে জ্ঞানের ও প্রজ্ঞার বাক্য দিতে পারেন যা আপনার প্রয়োজন। অথবা মরি মরি আপনার অন্তরে একটি চাপের বা অনুভূতির মাধ্যমে এ বাক্য আসতে পারে। নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য ঈশ্বরের কি ইচ্ছা তা আপনি বুঝতে পারেন। আবার অনেক সময় বাইবেলের কোন অংশ, প্রকাশ করে যে আপনার সমস্যায় তা কি ভাবে ব্যবহার করবেন।

ঈশ্বর আপনাকে নির্দিষ্ট বাক্য যুগিয়ে দেন, অন্যের সাহায্যের জন্য যা আপনার প্রয়োজন।

যখন আপনি প্রভুর কথা অন্যের নিকট তুলে ধরেন বা শিক্ষা দেন তখন আত্মার পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। পিতা-মাতার ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রজ্ঞার বাক্য প্রয়োজন যেন তাদের সন্তানদের সঠিক নির্দেশ দিতে পারেন। পবিত্র আত্মার কাজ দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় কেবল মাত্র সমস্যার সময়ের জন্য নয়।

ইফিষীয় ১ঃ১৭ পবিত্র আত্মা, যিনি তোমাকে জ্ঞানবান করবেন।

যাত্রা ৩৫ ঃ ৩১ আর তিনি তাহাকে ঈশ্বরের আত্মায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্ব প্রকার শিল্প কৌশল পরিপূর্ণ করিলেন।

পবিত্র আত্মা, ভাববাণী ও পরভাষার, অনুবাদের মাধ্যমে মণ্ডলীর কাছে কথা বলে থাকেন। ভাববাণী হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য যা বক্তার নিজস্ব ভাষায়। এটা হতে পারে ভবিষ্যতে যা ঘটবে বা উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য সান্ত্বনা বা উপদেশ বাণী। কোন কোন সময় এই বাণী প্রথমে পর ভাষায় উপস্থিত হয় এবং পরে তার অনুবাদ হয়ে থাকে। এই দুটিই পরস্পর একত্রে ভাববাণী বলার দানের মত।

আত্মার এই দানের বিষয়ে অনেকে ভীত কারণ তারা এ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তির কথা শুনেছে। এটা অনেকটা নকল বিলের ভয়ে টাকা গ্রহণে অসম্মতি জানানোর মত অবস্থা। শয়তান সব সময় ঈশ্বরের কাজকে অনুসরণ করে, তাঁর কাজে সন্দেহ এনে দেয়। বাইবেলের যুগে ভ্রান্ত ভাববাদী ছিল, আজও আমরা তা দেখতে পাই। কিন্তু আপনার বন্ধু পবিত্র আত্মা চান না যে আপনি এই নকল দানের ভয়ে এই দান ও কাজকে প্রত্যাখ্যান করেন।

ঈশ্বর চান না যে আপনি শয়তানের কাজ দ্বারা প্রভাবিত হন। এই কারণেই আত্মাকে চিনবার শক্তি প্রয়োজন যা মণ্ডলীকে মন্দ আত্মার কাজ ও ভ্রান্ত লোকদের

মতবাদ থেকে রক্ষা করবে। অনেক সময় মানুষ নিজস্ব ধারণাকে ঈশ্বরের বাক্যের নাম দিয়ে লোকদের ভুল পথে পরিচালিত করে। কেউ কেউ এমন বিভ্রান্তির বাক্য উপস্থিত করে যেমন, কাকে বিয়ে করা উচিত, কোথায় যাওয়া, কি করা উচিত এ বিষয়ে। ঈশ্বর চান যেন আমরা এগুলি পরীক্ষা করতে পারি।

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ১৯-২২ আত্মাকে নির্ব্বান করিও না ভাববাণী তুচ্ছ করিও না, সর্ব্ব বিষয়ের পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখ, সর্ব্ব প্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।

পবিত্র আত্মা থেকে আগত বাক্য এই পাঁচটি আদর্শ পূরণ করে ঃ

১। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে এই বাক্য সম্পূর্ণরূপে একমত ঘোষণা করবে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ একটি বাক্য অপরের স্ত্রীকে গ্রহণ করার কথা বলতে পারে, কিন্তু পবিত্র আত্মা থেকে এটি হতে পারে না। পবিত্র আত্মা আমাদের ঈশ্বরের বাধ্য হতে সাহায্য করে, কিন্তু এমন কিছু বলতে পারেন না যা ঈশ্বর অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের সঙ্গে ঐক্যমত কোন বাক্যকে পরীক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রত্যেক বিষয় তাঁর বাক্যের মাধ্যমে পরিমাপ করতে হবে।

২। বাক্যকে সত্য হতে হবে।

বাক্যে যা বলা হয়েছে, তা যদি সত্য না হয় তাহলে বুঝতে হবে এটি পবিত্র আত্মা থেকে হয়নি কারণ তিনি সত্যের আত্মা। প্রভু থেকে যে ভবিষ্যদ্বাণী হয়ে থাকে তা অবশ্যই পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

যিরমিয় ২৮ঃ৯ সেই ভাববাদীর বাক্য সফল হইলে জানা যায় যে, সদাপ্রভু সত্যই সেই ভাববাদীকে প্রেরণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ঃ২১-২২ আর তুমি যদি মনে মনে বল সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? [তবে শুন] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয় ও তাহার ফল উপস্থিত না হয় তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন না, এ ভাববাদী দুঃসাহস পূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

যোহন ১৬ঃ১৩ পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন।

৩। এই বাক্য খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করবে।
ঈশ্বরের আত্মা ও খ্রীষ্টের আত্মা উভয়ই পিতা ও পুত্রকে গৌরব প্রদান করে।

যোহন ১৬ঃ১৪ তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।

১ করিন্থীয় ১২ঃ৩ ঈশ্বরের আত্মায় কথা কহিলে, কেহ বলে না "যীশু শাপগ্রস্থ।"

৪। এই বাক্য আশীর্বাদ বয়ে আনবে কিন্তু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে না।

১ করিন্থীয় ১৪ঃ৩-৪, ২৬ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে। যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে। সকলই গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হউক।

৫। যিনি বাক্য দেন, সেই বাক্য অবশ্য স্বজ্ঞান ও শৃংখলার সঙ্গে হতে হবে।

শয়তান পবিত্র আত্মার কাজ অনুকরণ করে। আত্মাবাদে এই কথা বলে। যখন অন্য আত্মা কোন লোককে নিয়ন্ত্রণ করে, তখন সে সম্মোহিত হয়, সে যা করে তা স্বজ্ঞানে করে না। কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন কোন বাক্য

দেন, তা স্বজ্ঞানে ও তার সহযোগিতায় হয়ে থাকে। পবিত্র আত্মা যখন কোন বাণী দেন তখন তা বক্তার সজ্ঞানতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে দেন। বক্তার সেখানে স্বাধীনতা থাকে যে কখন তাকেই বাণী বলতে হবে বা কখন নীরব থাকতে হবে যেন পালক বা অন্যের পরিচর্যায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। ১ করিন্থীয় ১৪ অধ্যায়ে এই শিক্ষাটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন যে পালকের উচিত যেন পবিত্র আত্মার দানগুলি ব্যবহার করতে সকলকে উৎসাহিত করেন। সেই সঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করতে হবে যেন তা শৃংখলার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না ঘটে। মণ্ডলীতে যে সকল লোক পবিত্র আত্মার দান পেয়েছেন, তারা অবশ্য পালকের নেতৃত্ব মেনে নেবেন এবং পালক তাদের যে পরামর্শ ও উপদেশ দিবেন তা গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

১ করিন্থীয় ১৪ ঃ ৩২-৩৩, ৪০ আর ভাববাদী-দের আত্মা ভাববাদীদের বশে আছে। কেননা ঈশ্বর গোলযোগের ঈশ্বর নহেন কিন্তু শান্তির। কিন্তু সকলই শিষ্ঠ ও সুনিয়মিত রূপে করা হউক।

আপনার করণীয়

৫। ১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ১৯-২২ পদ মুখস্থ করুন।

৬। পাঁচটি ধাপ বা নীতিমালা মুখস্থ করুন যার মাধ্যমে আপনি বিচার করতে পারেন যে কোন বাক্য ঈশ্বর থেকে আগত।

তিনি দর্শন ও স্বপ্নের মাধ্যমে পরিচালনা দেন

আপনি বাইবেলে পড়েছেন, ঈশ্বর কি ভাবে স্বপ্ন ও দর্শনের মাধ্যমে লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। বর্তমানেও আত্মা সে ভাবে কথা বলে থাকেন। যোয়েল ভাববাদী যে ভবিষ্যদ্বাণী করে-ছিলেন তা আজও ঘটছে।

প্রেরিত ২ঃ ১৭ আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে।

মিঃ বি, টি, বাউ নামক একজন খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারক ১৯৪০ সালে পিকিং শহরে পবিত্র আত্মার বিশেষ বর্ষণের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> "খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে অনুতাপ, পাপ স্বীকার, নানা ভাষা, নানা ভাষার ব্যাখ্যা, ভাববাণী, আত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্ন, যীশু খ্রীষ্টের ও স্বর্গের দর্শন, আরোগ্যলাভ ও সর্বোপরি প্রার্থনার, বিনতির ও আরাধনার আত্মা সর্বত্রই বিরাজ করছিল। কাও-চু-জু সত্যি সত্যিই ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁর আশীর্বাদ আকাংখা করত, কিন্তু সে চায়নি কেউ এসে তার মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করুক, বা এমন কিছু ঘটুক যাতে লোকের কৌতুহলী দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষিত হয়। প্রার্থনা করতে করতে সে যীশুর দর্শন পেল। সে দেখল, যীশু ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছেন ও তার মাথায় প্রেকবিদ্ধ হাত দুটি রাখছেন মুহূর্তে কাও-চু-জু পবিত্র আত্মার শক্তিতে অভিভূত হয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল ও অনর্গল ভাবে অপর ভাষায় কথা বলতে লাগল।"

স্বপ্ন যেগুলি ঈশ্বরের তরফ থেকে, সেগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও (যিনি দেখেন তার কাছে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থবহ বলে মনে হয়। অনেকে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে পাপ ত্যাগ করবার ও যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করবার

নির্দেশ পেয়েছেন। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আপনি অনেক সাহায্য, আশ্বাস ও সান্ত্বনা পেতে পারেন। কোন কোন লোক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আর একজনের জন্য প্রার্থনা করতে বা কোন একটি বিষয় নিয়ে সতর্ক হতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

সকল স্বপ্নই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নয়। আপনি যখন ঘুমান তখন আপনার অবচেতন মন কাজ করতে থাকে এবং চিন্তাকে স্বপ্নে রূপ দিয়ে থাকে। আপনি এ স্বপ্নকে আপনার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। আপনি স্বপ্নে যাদের দেখেন তাদের জন্য প্রার্থনা করে স্বপ্নকে কাজে লাগাতে পারেন।

আপনার করণীয়

৭। আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন, তাহলে ঘুমাতে যাবার পূর্বে প্রভুকে বলুন, আপনি স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর আরো ঘনিষ্ঠ হতে চান। যখন আপনি ঘুম থেকে উঠেন, যার বিষয় স্বপ্নে দেখেছেন, তার জন্য প্রার্থনা করুন।

তিনি বিভিন্ন ঘটনাবলী ও অনুভূতির মাধ্যমে পরিচালনা দেন

কোন একজন খ্রীষ্টিয়ান বাসে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু তিনি বাসটি ধরতে পারলেন না। চার ঘন্টা পরে তিনি অপর একটি বাসে উঠলেন এবং এমন একজন মহিলার পাশে বসলেন যার জীবনে ঈশ্বরকে প্রয়োজন ছিল। তিনি তাকে প্রভুর নিকট আনলেন পবিত্র আত্মা তাকে এই ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিচালনা দিয়েছিলেন।

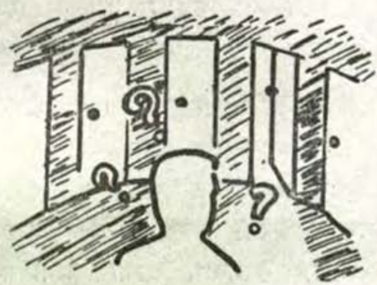

আপনি কি মনে করেন সুযোগের দ্বার আপনার সম্মুখে বন্ধ হয়ে আছে। চারি দিকে তাকিয়ে দেখুন, আত্মা আপনার জন্য সুন্দর সুযোগ করে দিতে পারেন। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের কথা চিন্তা করুন যারা জীবনের ভয়ে যিরূশালেম থেকে অন্য স্থানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে তারা গিয়েছিলেন, সেখানেই সুসমাচার প্রচার করেছিলেন, অনেক আত্মা পরিত্রাণ পেয়েছিল। পৌল যখন বন্দি হয়েছিলেন, তার পক্ষে

বাইরে গিয়ে প্রচার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেখান থেকে মণ্ডলীর জন্য সাহায্যকারী পত্রগুলি তিনি লিখেছিলেন।

আপনার চারি পাশের অবস্থা কি ভয়াবহ? হতে পারে ঈশ্বর তাদের পাশে আপনাকে রেখেছেন যেন তাদের জন্য কিছু করতে পারেন। তাদের জন্য যা করতে পারেন, পবিত্র আত্মাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে সাহায্য করেন তা করতে। আপনার দৃষ্টি খোলা রাখুন এবং সামনে এগিয়ে যান অবস্থার উন্নতির জন্য। আপনি ঈশ্বরের প্রদীপ, অন্ধকারের জন্য কোন অভিযোগ করবেন না, যেখানে আছেন, সেখানে থেকেই আলো দিন।

পবিত্র আত্মা অনেক সময় আপনার অনুভূতির মধ্য দিয়ে আপনকে তাঁর ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করবেন। অবশ্য এজন্য আপনাকে তাঁর উপর নির্ভর রাখতে হবে। কোন একটি কাজ করতে গিয়ে আপনি গভীর শান্তি অনুভব করবেন, আবার অন্য কাজ করতে গিয়ে হয়ত অস্বস্তি অনুভব করবেন।

কোন একজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টিয়ান ব্যবসায়ী কোথাও যাবেন বলে একবার প্লেনের টিকিট কাটেন। কিন্তু যাবার বিষয় যতই চিন্তা করছিলেন ততই তার অস্বস্তি লাগছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ প্লেনে না গিয়ে অন্য প্লেনে যাওয়া স্থির

করলেন। পরে জানা গেল যে প্লেনটি একটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে ও সমস্ত যাত্রী মারা পড়েছে। পবিত্র আত্মা এইভাবে তার জীবন রক্ষা করলেন।

হিতোপদেশ ১৬ ঃ ৯ মনুষ্যের মন আপন পথের বিষয় সঙ্কল্প করে কিন্তু সদাপ্রভু তাহার পাদবিক্ষেপ স্থির করেন।

একজন পালক (মণ্ডলীর পুরোহিত) অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার মনে হল, কে যেন তাকে বলছে, "পাশের ঐ ঘরটিতে যাও ও দরজার কড়া নাড়।" পালক সাহেব প্রথমে মনে করলেন ওটা তার মনের খেয়াল মাত্র, এভাবে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না, কিছুতেই এড়ান গেল না ; চিন্তাটি আরও প্রবল হয়ে মনে ধাক্কা দিতে লাগল। পালক সাহেব বাধ্য হয়ে রাস্তা থেকে নেমে ঐ পাশের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেই সেখানে তিনি এমন একজন লোকের দেখা পেলেন যাকে ঐ সময় সাহায্য করবার প্রয়োজন ছিল।

হঠাৎ একজন খ্রীষ্টিয়ান তার এক বন্ধুর বাড়ী যাবার জন্য বিশেষ তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি যখন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পেঁাছালেন দেখতে পেলেন, বন্ধুটি আত্মহত্যার জন্য

প্রস্তুত হচ্ছে। তাকে এই ভয়ঙ্কর কাজ থেকে বিরত হতে খ্রীষ্টের চরণে আত্ম সমর্পণ করতে তিনি সাহায্য করলেন।

একজন লোক তার পালককে একঝুড়ি খাবার দিয়ে বল্লেন, "প্রভু আমাকে আপনার জন্য এগুলি আনতে বলেছেন।" পালক ও তার স্ত্রী তাদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রার্থনা করে বলছিলেন কারণ তাদের খাবার বা কোন টাকা পয়সা ছিল না।

আপনার জীবন নানা আশ্চর্য ও অপরূপ অভিজ্ঞতায় ভরে উঠবে, যদি আপনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন ও তাকে আপনার জীবন পরিচালনার ভার দেন। তিনি আপনার জীবন স্বার্থক ও সুন্দর করে তুলবেন। আপনি অন্যের জীবনেও আশীর্বাদ স্বরূপ হবেন।

আপনার করণীয়

৮। আপনি কি পবিত্র আত্মাকে বলতে চান, আপনার কি করতে হবে....................

এই সপ্তাহের প্রত্যেক দিন সকালে তাকে বলুন যেন তিনি আপনাকে এমন লোকের নিকট পাঠান যাকে আপনি সাহায্য করতে পারেন। তাঁর উপর প্রত্যাশা রাখুন এবং তাঁর বাধ্য হন।

পাঠ ৫ পবিত্র আত্মা আপনাকে শক্তি দেন

এই পাঠে আপনি পড়বেন

- শক্তির নানা ব্যবহার
- শক্তি দানের প্রতিজ্ঞা
- পঞ্চাশত্তমীতে এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা
- মন পরিবর্তনের পরবর্তী ধাপ
- শক্তি লাভের চিহ্ন

আপনার চিন্তার জন্য

আপনি বলতে পারেন, আমরা কি প্রাথমিক মণ্ডলীর শিষ্যদের মতো এই শক্তি সমভাবে পেতে পারি ? আমি বলি, হ্যাঁ কারণ তাদের যেমন প্রয়োজন ছিল আমারও তেমন প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি না যে, নূতন নিয়মের সময়ে যে প্রচারকগণ ছিলেন, তাদের চাইতে বর্তমানের প্রচারকগণ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাদের এই শক্তির প্রয়োজন ছিল।

আপনি একথা বলবেন না যে, আমরা কি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেতে পারি ? পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম

ছাড়া আমরা মূল্যহীন। পবিত্র আত্মা ছাড়া খ্রীষ্ট ধর্ম হচ্ছে একটি সুন্দর খোলসমাত্র। জীবন বিহীন এবং মৃত। একমাত্র ঈশ্বর পবিত্র আত্মা, অগ্নির এই স্ফুলিঙ্গকে উদ্দীপিত করেন, নির্বাপিত হতে দেন না।

আমার যদি এই শক্তির একান্ত প্রয়োজন হয় তবে এটা কি সম্ভব যে তিনি এটা আমাকে দেবেন না যদি তাঁর শর্তগুলি পালন করি? বাইবেল বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও উপদেশে পরিপূর্ণ যা এই প্রতিজ্ঞাকে পেতে বিশ্বাসে ঈশ্বরের নিকট এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আপনি বাইবেলে একটি অনুচ্ছেদও খুঁজে পাবেন না যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঈশ্বর দিতে অসম্মত হবেন না।

আমাদের মুক্তিদাতা একথা লিখে রেখেছেন যে তিনি এটি আমাদের জন্য ক্রয় করেছেন। এটি পূর্ণ সুসমাচারে একটি অখণ্ড অংশ। এটি হতেই হবে। এছাড়া অন্য সিদ্ধান্তের কথা নূতন নিয়মে নেই।

যীশু বলেছিলেন, তিনি তাদের পরিপূর্ণ করবেন। তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। এই কারণেই বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি এই কালে সকল বিশ্বাসীদের জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা।

আমি আত্মসচেতনার সঙ্গে বলতে চাই যে, ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ কাজের জন্য ধরে রাখেন। ঈশ্বর

সকল বিশ্বাসীদের ধরে রাখেন যেন তারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাঁর দত্ত দানকে ব্যবহার করতে পারে। এই দান এখনই আপনার ব্যবহারের জন্য।

শক্তির নানা ব্যবহার

শক্তি কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা শিখতে হবে

চিন্তা করুন বিদ্যুৎ কত বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার হয়ে থাকে। লোকে শহরকে আলোকিত করে, রান্না করে, ঘরকে গরম করে, কারখানা চালায় এবং বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র এই বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। কারণ মানুষ শিখেছে কিভাবে বিদ্যুৎকে ব্যবহার করতে হয়। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে

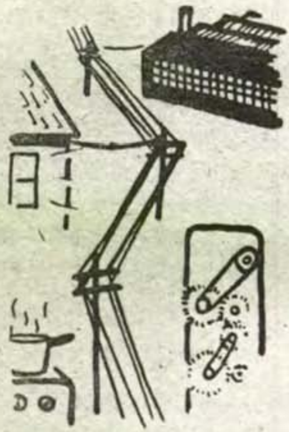

এমন কি চাঁদে যেতেও মানুষ বিদ্যুতকে ব্যবহার করেছে।

পবিত্র আত্মা আপনার জীবনকে বিদ্যুতের চাইতে আর এক মহান শক্তিতে পরিপূর্ণ করতে চান। এই শক্তি ছাড়া কোন কিছুই করা অসম্ভব কিন্তু আপনাকে

এর ব্যবহার জানতে হবে। সঠিক ভাবে যদি আপনি এ শক্তিকে ব্যবহার করেন, তাহলে ঈশ্বরের গৌরব বয়ে আনবে ও আপনার জীবন আশীর্বাদে পূর্ণ হবে। যে কোন শক্তি হউক না কেন যদি ভুল ভাবে তা ব্যবহার করেন, তা আপনার জন্য সমস্যা ডেকে আনবে।

তিনটি ভুল এড়িয়ে চলতে হবে

১। কিছু সংখ্যক লোক আত্মার শক্তিকে খেলনা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

করিন্থীয় মণ্ডলীতে এই একটি সমস্যা ছিল। তারা পর ভাষায় প্রার্থনা করে আনন্দ অনুভব করতো, এটি ছিল তাদের উপাসনায় তাদের জন্য একটি সুন্দর সময়। যেখানে ছিল বিশৃংখলা বাইরে থেকে আগত লোকেরা ভাবতো তারা পাগল। পৌল তাদের জানিয়েছিলেন সকল বিষয় সুন্দর ও শৃংখলার সঙ্গে করতে হবে। তাদের জানতে হবে পবিত্র আত্মার সঠিক পরিচালনা যেন লোকেরা পরিত্রাণ পায় ও কেউ খ্রীষ্টের কাছ থেকে ফিরে না যায়।

২। কিছু সংখ্যক লোক ঈশ্বরের গৌরবের পরিবর্তে নিজেদের প্রতি মনযোগ দিয়ে থাকে।

পবিত্র আত্মা যদি কোন লোককে আরোগ্য দানের বিশ্বাস দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলতে পারেন না যে, তোমরা আমার দিক তাকিয়ে দেখ, কি অলৌকিক কাজ বা কি আমার ক্ষমতা। কোন লোককে যদি ঈশ্বর ভাববাণী বলার শক্তি দেন, তাহলে তিনি বলতে পারেন না যে আমার কথা তোমাদের মান্য করা উচিত কারণ আমি একজন ভাববাদী। তোমরা আমার নিকট এস যদি জানতে চাও, তোমাদের কি করতে হবে। এই প্রকার গর্ব অনেক সমস্যা ডেকে আনে।

৩। পবিত্র আত্মা আমাদের জন্য যে সব দান বা শক্তি রেখেছেন অনেকে সেগুলি আদৌ ব্যবহার করতে চান না।

এই ভ্রান্তিটিই সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়। কোন কোন লোক হয়তো পবিত্র আত্মার শক্তির অপব্যবহার দেখেছেন, ফলে তারা কোন প্রকার অলৌকিক শক্তির ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে চান। থিষলনীকীয় মণ্ডলীতে এই সমস্যা ছিল। পৌল আত্মা সকলের পরীক্ষা করার কথা বলেছেন—সেগুলি ঈশ্বর থেকে কিনা। মিথ্যা ভাববাণী এবং ঈশ্বরের কাজের

যারা নকল করতে চায়—তাদের গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে তারা নকলের ভয়ে আসলকে বাদ দেন নাই।

১ থিষলনীকীয় ৫ঃ ১৯-২২ আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। সর্ব বিষয়ে পরীক্ষা কর, যাহা ভাল তাহা ধরিয়া রাখ। সর্ব প্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক।

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া, আপনার ঘরে ইলেক-ট্রিক কানেক্‌শন আনার মত। মনে রাখবেন, ঘরে কানেক্‌শন আনাই যথেষ্ট নয়। সুইচ্‌ অন করে বাতি জ্বালাতে হবে। শক্তি ব্যবহার করতে হবে। অন্ধকার ঘরে বসে একথা বলবে চলবে না, "যাক শেষ পর্যন্ত ঘরে কানেক্‌শন আনতে পেরেছি। প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তকে আমরা আত্মার শক্তির যথাযথ ব্যবহার দেখি।

এটি আপনার জন্য একটি আদর্শ

পবিত্র আত্মার শক্তিই তৎকালীন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের নানা প্রকার দুর্নীতি ও অপরাধে পরিপূর্ণ সমাজ জীবন পবিত্র ভাবে চলতে শক্তি যুগিয়েছিল। এমন এক আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ তাদের ছিল যা তাদের যীশু নামের জন্য অত্যাচারিত ও কারাগারস্থ হয়েও তার মধ্যে আনন্দগান করতে সাহায্য করেছিল। ঈশ্বরের প্রেমে

পরিপূর্ণ হয়ে তারা তাদের অত্যাচারকারীদের ক্ষমা করেছিলেন ও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই হচ্ছে পবিত্র আত্মার শক্তির যথাযথ ব্যবহার।

ঈশ্বর তাদের অন্তরে এমন এক জীবন ও শক্তিশালী বাণী দান করেছিলেন যা তারা নিজেরা বিশ্বাস করতেন। ও সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে ঘোষণা করতেন। তারা জানতেন খ্রীষ্টবিহীন সকলেই অনন্ত বিনাশের পাত্র। কিন্তু যারা তাঁতে বিশ্বাস করে, তিনি তাদের উদ্ধার করে থাকেন। তাঁরা এমন এক বিজ্ঞতা, সৎসাহস ও যুক্তি জ্ঞানের সঙ্গে কথা বলতেন যা তাঁদের শক্তি বা ক্ষমতার বাইরে ছিল। তাঁদের প্রচারের মধ্যে এই অলৌকিক শক্তি শ্রোতাদের অন্তরের সমস্ত সংশয় দূর করে দিতে ও পাপ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে।

তাঁদের হৃদয়ে ঈশ্বর এক জীবন্ত ও শক্তিশালী বিশ্বাস দান করেছিলেন। তাঁরা জানতেন, ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন ও তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তিনিই তাদের দান করেছিলেন। তাঁরা যীশু নামে পক্ষাঘাতীকে উঠতে আদেশ দিতেন, তারা উঠত। তাঁরা প্রার্থনা করতেন, তাদের প্রার্থনায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ সাধিত হত। রুগ্ন পীড়িতেরা সুস্থ হত, জেলখানার দরজা খুলে যেত, অবিশ্বাসী ও পাপীরা দলে দলে ঈশ্বরের দিকে ফিরত।

প্রাথমিক মণ্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের জীবনে এই শক্তি তাঁদের খ্রীষ্টের পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষী করে তুলেছিল। প্রতিবেশীর কাছে যীশুর কথা বলবার জন্য যে সাহস ও সহানুভূতির প্রয়োজন তা তাঁদের অন্তরে ছিল। তাঁদের সম্মুখে এক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল ও সেই লক্ষ্যে পোঁছানই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা। যে প্রেম, যে সাহস, যে সুদূর প্রসারি দৃষ্টি ও যে পরম উৎসর্গ মানুষকে সব কিছু ত্যাগ করে খ্রীষ্টের পিছে চলতে শক্তি যোগায়; তা তাঁদের ছিল। তারা খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যেতেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন জগতের প্রতিটি মানুষের কাছে সুসমাচারের বাণী পোঁছে দেওয়া।

শক্তি ব্যবহারের এই আদর্শ আমরা প্রাথমিক মণ্ডলীর মধ্যে দেখি। এই শক্তি ছিল পবিত্র আত্মার শক্তি যিনি তাদের অন্তর তাঁর পবিত্র উপস্থিতি দিয়ে পরিপূর্ণ করতেন ও তাঁদের মধ্য দিয়ে কাজ করতেন। অন্য কথায়, আমরা বলতে পারি, তারা যা যা করেছিলেন তা ছিল আত্মা পূর্ণ জীবনেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা বাইবেলে তাঁদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেখতে পাই। তাঁদের এই অভিজ্ঞতা আজকের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর জন্য আদর্শ স্বরূপ।

আপনার করণীয়

১। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে আত্মিক শক্তির যে ফল ছিল নীচের সেগুলিতে গোল চিহ্ন দিন।

ভয়	বিশ্বাস	বার্তা	দুঃশ্চিন্তা
সাহস	জনপ্রিয়তা	সুস্থতা	দর্শন
অর্থ	পরিবর্তন	প্রেম	

শক্তি দানের প্রতিজ্ঞা

যোহন বাপ্তাইজক সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যীশু খ্রীষ্ট তাদের পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করবেন (অবগাহিত করবেন)। এ ছিল এমন

একটি প্রতিজ্ঞা যা উপস্থিত জনতাকে (যারা তার কাছে জলে অবগাহন নিচ্ছিল) লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন।

মথি ৩ঃ১১ "আমি মনপরিবর্তনের জন্য জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম (অবগাহন) দিতেছি। কিন্তু যিনি আমার পরে আসিতেছেন তিনি·········পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে তোমাদের বাপ্তিস্ম (অবগাহন) দিবেন।"

যীশু জানতেন, তাঁর অনুসারীদের অনেক কাজ করতে হবে, ও তারা কখনই নিজের শক্তিতে এই কাজ করতে পারবে না। এই জন্য, তিনি শিষ্যদের অপেক্ষা করতে বললেন, যে পর্যন্ত না তারা উর্ধ্ব থেকে পবিত্র আত্মার শক্তি পায়। যীশু জানতেন এই শক্তি পেলে তারা তাঁর পক্ষে উপযুক্ত সাক্ষী হতে পারবে। যীশুর এই কথাগুলি ছিল তাদের পক্ষে আদেশ ও প্রতিজ্ঞা স্বরূপ।

লূক ২৪ঃ৪৯ আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্যন্ত উর্ধ্ব হইতে শক্তি পরিহিত না হও, সেই পর্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।

প্রেরিত ১ঃ৪-৫, ৮ পিতার অঙ্গীকৃত দানের জন্য অপেক্ষা কর,···কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে······পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে, আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

আপনার করণীয়

২। প্রেরিত ১ ঃ ১-১৪ পদ পাঠ করুন এবং ৪, ৫, ৮ পদ মুখস্থ করুন।

পঞ্চাশত্তমীতে এই প্রতিজ্ঞার পরিপূর্ণতা

প্রতিজ্ঞাত পবিত্র আত্মা পাবার জন্য যীশুর শিষ্যদের কি করতে হয়েছিল? ১২০ জন তারা দশ দিন ধরে প্রার্থনায় অপেক্ষা করেছিলেন। তারা আশা করেছিলেন কিছু একটা ঘটবে এবং তা ঘটেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে তারা তা পেয়েছিলেন যাকে আমরা বলি পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা বা আত্মার বাপ্তিস্ম।

প্রেরিত ১ ঃ ১৪ তাহারা এক সঙ্গে প্রার্থনায় নিবিষ্ট রহিলেন।

প্রেরিত ২ ঃ ১-৫, ৭-৮, ১১, ১৩ পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে এক স্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল

এবং যে গৃহে তাহারা বসিয়া ছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাদের দৃষ্টি গোচর হইল, তাহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

এ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। তখন সকলে আশ্চায্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি। অন্য লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিল, উহারা মিষ্ট দ্রাক্ষারসে মত্ত হইয়াছে।

এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত পিতর মানুষের ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয় করতেন। কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তি পাবার পর এক অদ্ভুত পরিবর্তন নেমে এলো তার জীবনে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষমতার সঙ্গে

প্রচার করছিলেন। তিনি তাদের সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বললেন, তারা এখানে যা দেখেছেন তা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা। ঈশ্বর তার নিজ আত্মা তাদের উপর ঢেলে দিয়েছেন।

> **প্রেরিত ২ ঃ ১৪-১৭, ৪১** কিন্তু পিতর এগারো জনের সহিত দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের কাছে বক্তৃতা করিয়া কহিলেন,............কেননা তোমরা অনুমান করিতেছ ইহারা মত্ত তাহা নয়। কিন্তু এটি সেই ঘটনা যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, "শেষ কালে এইরূপ হইবে, ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি আপন আত্মা সকলের উপর সেচন করিব, তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে।
> তখন যাহারা তাহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল, তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইল।

তখন থেকে প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণী পুস্তকে পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে কিভাবে কাজ করেন তার একটি নজির আমরা দেখতে পাই। পবিত্র আত্মা তাদের জীবনে আত্মসাক্ষ্য দিতে, সুসমাচার প্রচার করতে ও খ্রীষ্টের জন্য আত্মা জয় করতে সাহায্য করেছিলেন।

আপনার করণীয়

৩। খ্রীষ্টিয়ানদের নিকট কোন্ পুস্তক পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে একটি আদর্শ ?

....

৪। প্রেরিত ২ অধ্যায় পাঠ করুন।

মনপরিবর্তনের পরবর্তী ধাপ

প্রেরিতগণ আশা করেছিলেন, পরিবর্তনের পর সকল বিশ্বাসী আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন। পিতর স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন।

> **প্রেরিত ২ঃ৩৮-৩৯** তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

যদি কোন নুতন বিশ্বাসী সঠিক পরিবর্তনের পর পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম না পেয়ে থাকেন, তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যেন তারা এটি পেতে পারেন।

প্রেরিত ৮ঃ১৪-১৭ যিরূশালেমের প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহারা পিতর ও যোহনকে তাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায় কেননা এ পর্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই..........তখন পিতর ও যোহন তাহাদের উপরে হস্তার্পন করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা পাইল।

শৌলের পরিবর্তনের পর প্রভু অননীয়কে তার নিকট প্রার্থনা করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রেরিত ৯ঃ১৭ তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যেন তুমি দৃষ্টি পাও ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও।

কর্ণেলিয় ও তার পরিবার সুসমাচার শুনে বিশ্বাস করে সেই সত্যকে গ্রহণ করে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। পিতরের প্রচার শেষ করার পূর্বেই তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন। ইফিষীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন ধরণের। বর্তমান পৃথিবীতে অনেক খ্রীষ্টিয়ান

আছেন যারা জানেন না ঈশ্বর তাদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ করতে চান। পৌল তাদের একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

> প্রেরিত ১৯ঃ২, ৬ বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই। আর পৌল তাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপর আসিলেন।

প্রাথমিক মণ্ডলীর আদর্শ অনুযায়ী ঈশ্বর তাঁর সকল সন্তানদের পবিত্র আত্মায় ও শক্তিতে পরিপূর্ণ করতে চান। কে এই শক্তি পেতে পারে? ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ, ধর্মীয় নেতা সাধারণ লোক এমন কি নূতন বিশ্বাসী সকলেই পেতে পারে। পিতর কর্ণেলীয় নামক একজন রোমীয় সেনাপতির ঘরে বসে এ কথা বলেছিলেন।

> প্রেরিত ১০ঃ৩৪, ৪৭ তখন পিতর মুখ খুলিয়া কহিলেন আমি সত্যই বুঝিলাম, ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না। এই লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আপনার করণীয়

৫। কে বলেছিলেন "ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না ?"..............................

শক্তি লাভের চিহ্ন

পরভাষায় প্রার্থনা করা

পঞ্চাশত্তমীর দিনে যখন পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন, তিনি তাঁর শক্তির কতগুলি চিহ্ন প্রকাশ করেছিলেন। লোকে প্রচণ্ড বাতাসের শব্দ শুনেছিল, অগ্নিবৎ জিহ্বা দেখেছিল, তারা পরভাষায় প্রার্থনা করেছিল যে ভাষা তারা কোন দিন শিখেনি। যখন কেউ পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন, তখন তিনি পরভাষায় প্রার্থনা করেছেন। প্রেরিতদের কার্য্যবিবরণীতে এটি বার বার খুঁজে পাবেন। এই ভাবে পিতর জানতে পেরেছিলেন কর্নেলীয়ের পরিবারে সবাই

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন। এই একই চিহ্ন ইফিষীয় মণ্ডলীতে পুনরুক্তি করা হয়েছে। নীচের এই অভিজ্ঞতাকে লক্ষ্য করুন।

প্রেরিত ২ঃ৪ তাহাতে তাহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রেরিত ১০ঃ৪৪-৪৭ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মা-রূপ দানের সেচন হইল, কেননা তাহারা উহাদিগকে পর ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন। তখন পিতর কহিলেন, এই যে লোকেরা আমাদের ন্যায় পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন......................।

প্রেরিত ১৯ঃ১৬ আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা পর ভাষায় কথা কহিতে ও ভাববাণী বলিতে লাগিলেন।

পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরভাষায় কথা বলা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পেয়েছেন। শাস্ত্রে এই চিহ্নটিকে পবিত্র আত্মা প্রাপ্তির একটি বিশেষ চিহ্নরূপে দেখা যায়। প্রভু যীশু ও সাধু পৌল উভয়েই পরভাষাকে একটি লক্ষণ বা চিহ্নরূপে প্রকাশ করেছেন।

মার্ক ১৬ঃ১৭ আর যাহারা বিশ্বাস করে এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে…………তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে।

১ করিন্থীয় ১৪ঃ২২ পরভাষার যে দান তা অবিশ্বাসীদের কাছে চিহ্ন স্বরূপ।

পবিত্র আত্মা আজকের দিনেও সেই চিহ্ন ব্যবহার করে থাকেন যখন কোন লোককে তার আত্মায় পরিপূর্ণ করেন। আপনি অনেক বই পড়তে পারেন যার মধ্যে এর প্রমাণ খুঁজে পাবেন যেমন With Sings Following, by Stenley H. Frodsham. They Speak with Other Tongues, by John Sherrill; Catholic Pentecostals, by Kevin and Dorothy Ranaghan এ ছাড়াও অন্যান্য বইতে। The Silent Speak বইতে মিঃ সি, এম, ওয়ার্ড বলেছেন, এমন কি যারা বধির, ভালভাবে কথা বলতে পারতো না তারা আত্মায় পূর্ণ হয়ে পরিষ্কার ভাবে কথা বলতে পেরেছে।

সাধারণতঃ এই ভাষা কেউই জানেনা তবে পবিত্র আত্মা অনেক সময় এই অজানা ভাষা বক্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন, উপস্থিত কেউ কেউ তা বুঝতে পেরেছে, যেমনটি ঘটেছিল পঞ্চাশত্তমীর দিনে।

শক্তির অন্যান্য চিহ্ন

পবিত্র আত্মার শক্তির অন্য যে চিহ্নগুলি আমরা জানি সেগুলি হল পবিত্র জীবন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সৎসাহস ও পরম উৎসর্গ। জীবন্ত বিশ্বাস শক্তিপূর্ণ প্রার্থনা ও শক্তিপূর্ণ প্রচারও পবিত্র আত্মার শক্তির চিহ্নস্বরূপ। আত্মাগণের পরিত্রাণ, রুগ্ন পীড়িতদের আরোগ্যদান, পবিত্র আত্মার অবগাহন্ ও মণ্ডলীর শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি পরিচর্য্যার ফলগুলিকেও শক্তির চিহ্নরূপে ধরা যায়।

ডঃ আলেকজাণ্ডার ম্যাক্‌লারেণ নামক একজন বিখ্যাত লোক লিখেছেন ঃ খ্রষ্টের রাজ্য ঘোষণার জন্য ও তাঁর সাক্ষ্য বহন করবার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তির সঙ্গে অন্য কোন শক্তির তুলনা করা যায় না। এই পবিত্র স্বর্গীয় অগ্নিতে অবগাহিত হয়েই আমরা সমস্ত স্বার্থপরতা ও আলস্যের গ্লানি থেকে মুক্ত হই। খ্রীষ্টিয় জীবনে চলার পথে এগুলি আমাদের বাধা বা

অন্তরায় স্বরূপ। আত্মার অনুগ্রহ চুল্লির পবিত্র তেজে এই বন্ধনগুলি পুড়ে যায়, ও আমরা নিঃস্বার্থ ও নিরলস সেবায় ব্রতী হই। "যাহাতে অন্তরের মানুষে, তাঁহার আত্মা দ্বারা তোমরা শক্তিতে বলিয়ান হও।" এমন শক্তি যা আপনার সমস্ত প্রকৃতি ও সমস্ত সত্ত্বাকে পূর্ণ করে দেবে, যদি আপনি তা করতে দেন। এই শক্তি আপনাকে এক নূতন মানুষে রূপান্তরিত করবে। পরীক্ষা সহ্য করবার জন্য, জীবন যুদ্ধে প্রাণপণ করবার জন্য, পরিচর্যা কাজের জন্য ও সাক্ষ্য দানের জন্য আপনি নূতন বল ও নূতন প্রেরণা লাভ করবেন।

আপনার উত্তর

১। বিশ্বাস, বার্তা, সাহস, সুস্থতা, দর্শন, পরিবর্তন, প্রেম

৩। প্রেরিত (অথবা বাইবেল)

৫। পিতর

পাঠ ৬

পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করেন

এই পাঠে আপনি শিখবেন

- অন্যেরা পূর্ণ হচ্ছে
- পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানান
- বিশ্বাস করুন ও গ্রহণ করুন
- পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পিত হন

আপনার চিন্তার জন্য

ঈশ্বরের অনুসন্ধানকারীর জন্য এটা অবশ্য নিশ্চিত বিষয় যে পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হওয়া সম্ভব। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনার একটি অংশ যার সঙ্গে অন্য কিছু যোগ করা যায় না। এটি ঈশ্বরের একটি আত্মিক তত্ত্বাবধান যার ভিত্তি ও বৃদ্ধি যীশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে নিহিত। তাকে এটা অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সঠিক। যতক্ষণ না তিনি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন আমার পরামর্শ তিনি যেন উপবাস প্রার্থনায় ও বাক্য পাঠে সময় কাটান। বিশ্বাস ঈশ্বরের বাক্য থেকে আসে।

একজন মানুষ পূর্ণ বিশ্বাস করার পর তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারেন, অবশ্য তাকে তা পাবার জন্য আকাঙ্খী থাকতে হবে। একজন আগ্রহী অনুসন্ধানকারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কি আত্মাকে গ্রহণ করতে চান? যিনি পবিত্রতায়, নম্রতায়, জ্ঞানে ও ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তিনি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও আপনার জীবনে প্রভু হতে চান। আপনি কি নিশ্চিত হয়ে আপনার স্বত্বাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে চান এবং তার লিখিত বাক্যের প্রতি বাধ্য থাকতে চান? তিনি আপনার ব্যক্তি জীবনের পাপ তিনি সহ্য করবেন না, আত্ম-প্রেম পছন্দ করবেন না, আপনার অহঙ্কার তিনি সহ্য করবেন না। তিনি আপনার জীবনের সর্ব্বময় ক্ষমতা ও অধিকার গ্রহণ করবেন যেন শৃংখলার সঙ্গে আপনাকে গঠন করতে পারেন। তিনি আপনার জীবন থেকে আপনার নিজের ভাললাগা এমন কতগুলি বিষয় কেড়ে নেবেন যা আপনার আত্মাকে গোপনে ক্ষতি করে চলছিল। যতক্ষণ না এ প্রশ্নগুলির উত্তর আপনার জীবনে হ্যাঁ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি পূর্ণ হতে চান না। আপনি হয়তো উৎসাহিত হতে চান, বিজয় দেখতে চান, বা তাঁর শক্তি পেতে চান কিন্তু আসলে আপনি আত্মায় পূর্ণ হতে চান না।

* মিঃ এ ডব্লিউ টোজারের "কি টু দি ডিপার লাইফ" বই থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে সংক্ষিপ্ত ভাবে গৃহীত।

অন্যেরা পূর্ণ হচ্ছে

আপনি কি জানেন পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঈশ্বর যেভাবে সমস্ত মানুষের উপর তাঁর আত্মা ঢেলে দিয়েছিলেন বর্তমানে তার থেকে আরও বেশী দিচ্ছেন? যোয়েল ভাববাদীর কথা তখন আংশিক ভাবে পূর্ণ হয়েছিল, এখন আরও ব্যাপক ভাবে পূর্ণ হচ্ছে।

> **প্রেরিত ২ঃ১৭** শেষকালে এইরূপ হইবে; ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব।

৩০০ শতাব্দি থেকে ১৯০০ শতাব্দি পর্যন্ত কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে বা দলগত ভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণতা লাভ করছিলেন। আগষ্টিন জেভিয়ার জিনজেনডোরফ ও ফিনি, এ ছাড়া অনেক মেথোডিষ্ট, কোয়েকার্স ও ধর্মীয় অনেক নেতারাও পবিত্র আত্মার এই অভিজ্ঞতা লাভ করে ছিলেন।

১৯০০ শতাব্দির শুরুতে ঈশ্বর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তাঁর সন্তানদের জীবনে পবিত্র আত্মার বর্ষণ আরম্ভ করেছিলেন। সেখান থেকে আত্মিক উদ্দিপনা শুরু হয়েছে। পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণতায় বিশ্বাসী, মণ্ডলী সমূহের গণনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ১৫০,০০০,০০ জন। এ ছাড়া ক্যাথলিক, লুথারেন, এপিসকোপালিয়ান, প্রেসবেটারিয়ান, ম্যাথডিষ্ট, ব্যাপপ্টিষ্ট ও অন্যান্য মণ্ডলীর হাজার হাজার লোক পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়েছেন।

কারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হচ্ছেন? যারা ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। দেহের চাইতে আত্মার ক্ষুধার গুরুত্ব আরো বেশী তাই অনেকে খাবার না খেয়ে প্রার্থনায় সময় কাটিয়ে থাকেন।

> **গীতসংহিতা ৪২ঃ২** জীবন্ত ঈশ্বরেরই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত।

> **যোহন ৭ঃ৩৭-৩৯** যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন।

পবিত্র আত্মা তাদের পরিপূর্ণ করেন যারা তাদের জীবনে আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিতে চান। তারা তাদের মন, আবেগ, ইচ্ছা ও দেহ সমর্পণ করেন যেন ঈশ্বর তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার করণীয়

১। প্রেরিত ২ঃ ১৭ পদ মুখস্থ করুন।

পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানান

যখন আপনার কোন প্রিয় বন্ধু আপনার বাড়ীতে বেড়াতে আসবেন বলে জানতে পারেন, তখন আপনি কি করেন? আপনি নিশ্চয় আপনার গৃহ পরিষ্কার করে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। আপনার বন্ধু পবিত্র আত্মা আপনার মধ্যে আসতে চান ও আপনাকে পূর্ণ করতে চান। স্যালভেশন আর্মির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম বুথ লিখেছিলেন ঃ

"আত্মার পবিত্র অগ্নিতে বাপ্তিস্মের জন্য নত হবার আগে.........ভাল করে লক্ষ্য করুন যাকে চাইছেন সেই পবিত্র আত্মার সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে আপনার

সম্পূর্ণ মিল আছে কিনা। যে পাত্র বা যে মাধ্যমটি অবগাহনের জন্য ঈশ্বর ব্যবহার করবেন সেটি ঠিকমত খোলা আছে কিনা। এমন একদল লোকের কথা আমি শুনেছি, যারা জল পাবার চেষ্টা করছিল……………………বার বার কল ঘুরিয়েও তাতে লাভ হয়নি, চৌবাচ্চার কানেকশন লাইনটি ঠিকই ছিল অথচ জল নাই। শেষ পর্যন্ত কলের কানেকশন্ লাইনটি তারা খুলে ফেললেন। দেখা গেল সেখানে একটি ইঁদুর ঢুকে আছে। কল ঘুরালে লাভ নাই। ধন্যবাদ, প্রার্থনা ও বিশ্বাসে ফল হবে না যে পর্যন্ত আপনি আপনার গোপন বিষয়টি ত্যাগ না করছেন। হৃদয়ের সমস্ত অলি-গলি খুলে দিন। সমস্ত বাধা বা অন্তরায় দূর করে ফেলুন। আপনার ও ঈশ্বরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ স্থাপন করুন। দেখবেন, প্রার্থনা শেষ করে উঠবার আগেই আপনার হৃদয় আত্মার বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাবে। জগতে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে ও ঈশ্বরও মহিমান্বিত হবেন।"

আপনার করণীয়

২। এই অংশটুকু আবার পাঠ করুন এবং ঈশ্বরকে বলুন যেন তিনি আপনার বাধা-গুলিকে দেখিয়ে দেন।

বিশ্বাস করুন ও গ্রহণ করুন

বিশ্বাসে যেমন ভাবে আপনি পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম পাবেন। কেবল মাত্র তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করতে হবে এবং যে দান তিনি দিতে চান তা গ্রহণ করতে হবে। এখানে কতগুলি প্রতিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে যা আপনাকে বিশ্বাস ও গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। এগুলি আপনার জন্য তা মুখস্থ করুন ও বার বার বলুন। যখন আপনি এর সত্য বুঝতে সক্ষম হবেন, তখন ঈশ্বরের এই দান গ্রহণ করতে সহজ হয়ে উঠবে।

লূক ১১ ঃ ৯, ১১-১৩ যাচ্না কর তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।…… …………তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার

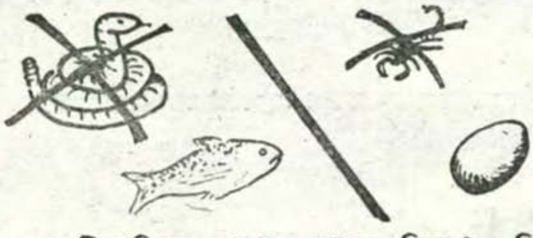

পুত্র রুটি চাহিলে, তাহাকে পাথর দিবে? কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্তে সাপ দিবে, কিম্বা

ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্‌না করে তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন, তাঁর নিকট কোন কিছু যাচ্‌না করতে ভীত হবেন না। যখন পবিত্র আত্মা আপনার নিকট আসেন তখন ভয় পাবেন না। ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন, আপনি তাঁর সন্তান। তিনি মাছের পরিবর্তে সাপ দেবেন না।

প্রেরিত ২ঃ ৩৮-৩৯ মন ফিরাও এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও, তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

প্রেরিত ৫ঃ ৩২ এই সকল বিষয়ের আমরা সাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী।

কোন একটি দান পেতে হলে দানটি নিজের বলে বিশ্বাস করতে হয়, পরে দাতাকে ধন্যবাদ দিয়ে হাত পেতে নিতে হয়। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাও একই। যাচ্না করুন। এরপর, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করুন। বিশ্বাস করুন পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করবার জন্য এসেছেন। তাঁর কাছে আপনার সমস্ত ইচ্ছা আকাঙ্খা সমর্পণ করুন ও আপনার হৃদয়ের প্রধান আসনটি তাঁকে ছেড়ে দিন। এই কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করবেন ও আপনি তাঁর পুণ্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন।

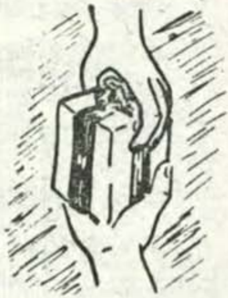

গালাতীয় ৩ঃ২, ১৪ তোমরা কি ব্যবস্থার কার্য্যহেতু আত্মাকে পাইয়াছ............না বিশ্বাসের বার্ত্তা শ্রবন হেতু ?.........আমরা যেন বিশ্বাস দ্বারা অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।

আপনার করণীয়

৩। প্রেরিত ২ঃ৩৮-৩৯, প্রেরিত ৫ঃ৩২, লূক ১১ঃ৯, ১১-১৩ মুখস্থ করুন এবং আপনার নিজের জন্য দাবী করুন।

পবিত্র আত্মার কাছে সমর্পিত হন

আপনি চান পবিত্র আত্মা আপনাকে পূর্ণ করেন, যেন তিনি পরিচালনা দিতে পারেন, আপনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে পারেন, যখন আপনি সাক্ষ্য উপস্থিত করেন, তিনি বাক্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং অলৌকিক কাজের ক্ষমতায় বিশ্বাস দান করেন। পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্যদিয়ে এই প্রকার জীবনের সূত্রপাত হয়। এটা একটা দরজার মতো যার মধ্য দিয়ে আপনি আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন ও আত্মার নিয়ন্ত্রিত জীবনে প্রবেশ করেন। যখন আপনি পূর্ণ সমর্পণের জীবনে প্রবেশ করেন তখন পবিত্র আত্মার নিকট আপনার মন, আবেগ, ইচ্ছা ও দেহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেন।

অনেক সময় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবার জন্য অনেকে হাত তুলে সমর্পণের বিষয় প্রকাশ করেন এবং পবিত্র আত্মাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য আহ্বান জানান। আবার কেউ সমর্পণের গান করতে করতে আত্ম সমর্পণ করেন।

আপনার করণীয়

৪। চারটি বিষয়ের নাম করুন যা পবিত্র আত্মার নিকট আত্ম সমর্পণ করতে হবে

যেন তিনি আপনার জীবনকে তাঁর পথে পরিচালিত করতে পারেন।

....

....

আপনার মন সমর্পন করুন

পবিত্র আত্মা আসেন আপনাকে প্রার্থনায় ও সাক্ষ্যদানে সাহায্য দিতে। ধন্যবাদ ও প্রার্থনার বিষয় আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া তাঁরই কাজ। এটা তাঁর কাছ থেকে আপনি আশা করতে পারেন। পবিত্র আত্মার বাধ্য হন। তিনি নিজেই আপনার মধ্যদিয়ে প্রার্থনা করবেন। আপনার নিজের ভাষায় বা তাঁর পছন্দ মত যে কোন ভাষায় তিনি এই কাজ করতে পারেন।

আপনার আবেগানুভূতি সমর্পণ করুন

আপনার আবেগানুভূতি আপনারই একটি অংশ। এই অংশটি পবিত্র আত্মার হাতে সমর্পণ করুন। প্রার্থনার সময় অনেককে কাঁদতে দেখা যায়। এধরণের অনুভূতি আসলে বাধা দেবেন না। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কঠিনতা, অহঙ্কার ও প্রতি-রোধের মনোভাবগুলি ভেঙ্গে ফেলবার জন্য পবিত্র আত্মা এভাবে কাজ করতে পারেন। তাঁকে কাজ করতে দিন। তিনি আপনাকে চেতনা দিতে ও সমস্ত

মলিনতা থেকে আপনাকে শুচি করতে চান। তাঁর মনের মত করে আপনাকে গড়তে চান। আপনার যে আত্মীয়েরা পাপের মধ্যে রয়েছেন, তাদের জন্য কাঁদুন। কোটি কোটি আত্মা যারা আজও যীশুকে জানেনা তাদের জন্য চোখের জল ফেলুন। পবিত্র আত্মা অনেককে রক্ষা করবার জন্য আপনার মধ্যদিয়ে এভাবে কাজ করবেন।

পবিত্র আত্মা যখন আপনার জীবনকে পূর্ণ করেন তখন তিনি আপনার অন্তরে এমন ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারেন যে আপনি সর্বান্তকরণে শুধু তাঁরই প্রশংসা ও আরাধনা করবেন। অথবা আনন্দে আত্মহারা হয়ে শুধু হাসতে থাকবেন। আপনার অনুভূতি যাই হোক না কেন, আত্মার প্ররিরোধ করবেন না সামনে এগিয়ে চলুন।

১ পিতর ১ঃ৮ তোমরা গৌরবযুক্ত আনন্দে উল্লাস করিতেছ যা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

রোমীয় ১৪ঃ১৭ কারণ ঈশ্বরের রাজ্য........................ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ।

মনে রাখবেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিভিন্ন জনের নিকট বিভিন্ন ভাবে এসে থাকে। কেউ কেউ কোন আবেগ অনুভব করেন না যখন তারা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হন। এ জন্য আপনি বিচলিত হবেন না বা ভাবাবেগের দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন না। বেঞ্জামীন এ, বুয়ার বলেছেন ঃ

> "কি পরিমাণ আশীর্বাদ পেলেন তা ভাবাবেগ দ্বারা নয়, আপনার হৃদয়ে বিশ্বাসের পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। পবিত্র আত্মা আপনার অন্তরে তাঁর মহাপরাক্রমের কাজ সাধন করতে পারেন অথচ আপনার দেহ হয়ত কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে না। তবে একথা ঠিক যে আত্মাপূর্ণ লোকের হৃদয় সব সময় বিশ্বাস ও প্রেমে পূর্ণ থাকবে।"

আপনার ইচ্ছাশক্তি সমর্পণ করুন

পবিত্র আত্মাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আপনি চান যেন তিনি আপনার হৃদয়ে আসেন ও আপনার জীবন পরিচালনার ভার নেন। কিভাবে এই কাজ করতে হবে তা তিনিই জানেন। তাঁর ইচ্ছামত তাঁকে কাজ করতে দিন। বাধা দেবেন না। 'লোকে কি মনে করবে'—এই ভয়ে অনেকে পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করেন। লোকেরা যীশুকে ও পৌলকে পাগল আখ্যা দিয়েছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যরাও মাতাল আখ্যা

পেরেছিলেন। আত্ম স্বচেতনতা (লাজ লজ্জা, ভয় ইত্যাদি) দূরে ফেলে দিন ও ঈশ্বরের আত্মাকে কাজ করতে দিন।

আপনার দেহ সমর্পণ করুন

পবিত্র আত্মা আপনার মন, আপনার ইচ্ছাশক্তি ও আবেগানুভূতির ন্যায় আপনার দেহকে পূর্ণ করতে চান। আপনি পবিত্র আত্মার শক্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি আপনাকে তাঁর শক্তি অনুভব করতে দেবেন।

ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর এই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। বাইবেলের যুগেও এর নজির আমরা দেখি। মোশি 'ভীত' হয়ে পড়েছিলেন। দানিয়েল মাটির উপর মরার মত পড়েছিলেন। দায়ূদ ঈশ্বরের সিন্দুকের সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করছিলেন। খোড়া লোকটি সুস্থ হয়েছিল বলে আনন্দে লাফাতে লাফাতে ঈশ্বরের গৌরব করেছিল। পঞ্চাশত্তমীর দিনে ১২০ জন শিষ্য পর ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসা করেছিলেন। আত্মা তাদের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মুখে ভাষা যুগিয়েছিলেন।

বাইবেল বলে— জিভ দমন করা মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন। আমাদের যা বলা উচিৎ না সেগুলি আমরা সহজে বলি, অথচ যা বলা উচিৎ তা বলতে ইতস্ততঃ করি। আসুন আমরা আমাদের জিভ পবিত্র আত্মার হাতে সমর্পণ করি, যেন তিনি তা ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহার করেন। এক নূতন ও অজানা ভাষায় ঈশ্বরের ধন্যবাদ প্রশংসার দ্বারা প্রমাণিত হয়, পবিত্র আত্মা কর্তৃক গ্রহণ করছেন ও আমাদের জিভকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

এই কাজ সকলের মধ্যে একইভাবে হয় না। অনেকে প্রথম বারেই পরিষ্কার ভাবে অন্য ভাষায় কথা বলেন। তারা সহজে তাদের জিভ পবিত্র আত্মার হাতে ছেড়ে দিতে পারেন।

আবার অনেকে আছেন, যারা আস্তে আস্তে আত্মার হাতে সমর্পিত হন। নিজের ভাষায় প্রার্থনার চেষ্টা তাদের জিভ জড়তার সৃষ্টি করে। অনেক সময় পর্যন্ত তারা অস্পষ্টভাবে শব্দ করেন বা তোতলাতে থাকেন। অনেকে আবার ছোট শিশুর মত কোন একটি শব্দের অংশমাত্র নিয়ে বার বার উচ্চারণ করেন। প্রার্থনায় যতই আপনি নিজেকে আত্মার হাতে সমর্পণ করতে শিখবেন ও আপনার জিভের নিয়ন্ত্রণ ভার তাঁর হাতে ছেড়ে দেবেন, ততই পরিষ্কারভাবে অপর ভাষায় প্রার্থনা করতে পারবেন।

কোন কোন লোককে পবিত্র আত্মার এমন একটি বিশেষ শব্দ বা কতগুলি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে বলেন যার অর্থ তাদের অজানা। আত্মার বাধ্য হয়ে শব্দগুলি উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের জিভের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন ও তারা পর ভাষায় প্রার্থনা করতে পারেন।

নীচে রবার্ট ডব্লিউ কামিংস নামক এক মিশনারীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হ'ল। ইনি অনেকদিন যাবৎ ভারতে মিশনারীর কাজ করছেন।

> আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছিলাম, বলছিলাম "প্রভু তোমার গৌরব হোক।" হঠাৎ ঈশ্বর আমাকে চেতনা দিয়ে বললেন, "তুমি কি সত্যি আমার গৌরব চাও, না নিজের আশীর্বাদের জন্য কথাগুলি বলছ?"·········মিটিংয়ে ফিরে এসে তিনি যেভাবে শিখিয়েছিলেন ঠিক সেভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম ············। এবার আমার প্রার্থনা ছিল "হে প্রভু, এই সভায় তোমার প্রত্যেক সন্তানের জীবনে ও আমার জীবনে গৌরবান্বিত হও।"
>
> সমস্ত সরলতার সঙ্গে প্রার্থনা আরম্ভ করতেই এক মর্মভেদী দুঃখের ভার আমার হৃদয়ে নেমে এল। আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, এই ভাব আমার নিজের তরফ থেকে নয়, ঈশ্বরের থেকেই এসেছে।

আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। ঈশ্বর কত মহান ও প্রেমময় তবুও মানুষ তাঁকে অবহেলা করে, তাঁর প্রাপ্য তাঁকে দেয়না, এই চিন্তা আমাকে ব্যথিত করে তুললো। আমি অঝোরে কাঁদতে লাগলাম।

এভাবে ঈশ্বরের মহত্ব ও তাঁর গৌরবের জন্য তীব্র ও জ্বালাময়ী অনুভূতি কেটে যাবার পর অন্তরে এক অপার্থিব শান্তি ও মুক্তির আনন্দ নেমে এল। মনে হ'ল ঈশ্বরের প্রেমের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। সমস্ত বন্ধন থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। এত আনন্দ, যে আনন্দের অতিশয্যে আমি হাসতে লাগলাম। সমস্ত সন্দেহ, ভয়, শয়তান ও মানুষের শত্রুতা, নানা সমস্যা, জটিলতা ও দুশ্চিন্তার প্রতি উপেক্ষার হাসি হাসতে লাগলাম। মনে হ'ল, আমি এসব বিষয়ে বিজয়ী থেকে অধিক বিজয়ী হয়েছি।

আত্মা আমাকে প্রশংসা করতে শেখালেন, ঈশ্বরের পবিত্রতা, তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, তাঁর ধার্মিকতা ও তাঁর গুণবত্তার জন্য অনেকক্ষণ ধরে প্রশংসা করতে

থাকলাম। এরপর খ্রীষ্টের রাজ্যে জগতে প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মার ঐকান্তিক বাসনার বিষয় তিনি আমাকে বুঝতে সাহায্য করলেন। আহা! আমরা যদি একবার তাঁর এই আকাঙ্খা উপলব্ধি করতে পারতাম। খ্রীষ্টকে মুকুটে ভূষিত দেখতে, তাঁকে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করাতে আত্মার কতই না আকুলতা।

এরপর, তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন কিভাবে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হয় এই তিনি চান। "যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতেও" তাঁর ইচ্ছা সিদ্ধ হয় এই তিনি চান। তিনি আমাকে বুঝালেন, আমায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার দেহ, আমার সবই তাঁর গৌরবার্থে সৃষ্ট।

আমার মনে হচ্ছিল, এক প্রচণ্ড শক্তি আমার উপর অবস্থান করছে…………এমন এক শক্তি বা জীবন্ত, বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ও অসীম…………তবুও আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে নারাজ। আমার ইচ্ছার সঙ্গে সহযোগীতা করে কাজ করাই তাঁর লক্ষ্য।

তার পর তিনি সরল ভাবে বুঝতে দিলেন যে তিনি আমার বাক্‌শক্তিকে তাঁর গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে চান। তিনি চান যেন খ্রীষ্ট যিনি ঈশ্বরের

মেষ শাবক, যিনি সকলের পাপ ভার নিয়ে যান, যিনি আরোগ্যকারী, যিনি পবিত্র আত্মায় ও অগ্নিতে বাপ্তিস্ম দেন ও আসন্ন মহান রাজা, তিনি যেন আমার জীবনে গৌরবান্বিত হতে পারেন।

এরপর তিনি আমাকে বুঝতে দিলেন, তিনি আমার জিভ ব্যবহার করতে চান। তিনি চান আমার জিভের সাহায্যে ধন্যবাদ প্রশংসা করাতে। যখনই আমি আমার জিভ তাঁর কাছে সমর্পণ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ও অজানিত ভাষায় তিনি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে আরম্ভ করলেন। কেন এই কাজ তিনি করলেন, জানি না। কেবল এটুকু জানি আমার জিভের সাহায্যে যে শব্দগুলি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন সেগুলি ছিল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত নানা নিগূঢ়তত্ত্ব। আত্মাই আমাকে তা বুঝতে দিয়েছিলেন ; তিনি নিজ মন্দিরে এসেছেন ; তাঁর পুণ্য উপস্থিতিতে ভরে দিয়েছেন ; সেখানে তাঁর আশীর্বাদের মহা বান ডেকেছে ; এই সত্যের নিশ্চিত প্রমাণ বা মুদ্রাঙ্ক স্বরূপ তিনি আমার জিভ

গ্রহণ করলেন ও তাঁর দেওয়া ভাষা—যা আমার জ্ঞানের ও শক্তির সম্পূর্ণ বাইরে—এমন এক ভাষায় ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা করতে লাগলেন।

ঈশ্বর, যার সৃষ্ট দু'টি পাতা কখনও এক হয় না; তিনি যেভাবে চান, ঠিক সেভাবে আপনাকে পূর্ণ করবেন। কোন কোন লোক পরিত্রাণ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অবগাহন পায় আবার অনেকে বহুক্ষণ প্রার্থনা করবার পর পায়। কেহবা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে করতে পায়, অনেকে দাঁড়িয়ে বা বসে প্রার্থনা করতে করতে পায়। কেউ প্রার্থনা সভায় বসে পায়, কেউবা একাকী গান গাইতে গাইতে, বাইবেল পড়তে পড়তে বা রাস্তায় চলতে চলতে ঈশ্বরের প্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর ধন্যবাদ করতে করতে পায়।

হতে পারে আপনি আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন, তবে পরিপূর্ণরূপে নয় যেভাবে আপনি হতে চান। প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টিয়ানরা যা করতেন তাই করুন। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উপচে পড়ুন। অবিরত আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকুন।

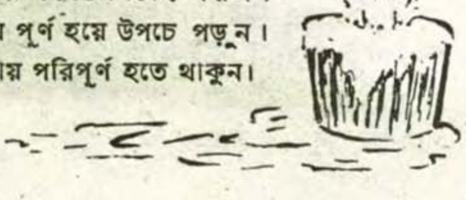

আপনি দেখেছেন অন্যেরা কি ভাবে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হচ্ছেন। ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না অন্যের জন্য যা করেছেন আপনার জন্যও তিনি তা করবেন। কতদিন আপনি যীশুকে গ্রহণ করেছেন, আপনি কে, কি করেন, এগুলি আসল বিষয় নয়। আসল বিষয় আপনার মনোভাব। ঈশ্বরকে পাবার জন্য আপনার আকাঙ্খা বা তৃষ্ণা; তাঁর বাধ্য হবার ইচ্ছা ও তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস। তাঁর কাছে আত্ম সমর্পণ করুন ও যেখানে যেভাবে আছেন সেখানে সেই অবস্থায় তাঁর আত্মায় পূর্ণ হন।

আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন। যা শিক্ষা লাভ করেছেন তা অভ্যাস করুন।

> **কলসীয় ১ ঃ ৯-১১** আমরা তোমাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করি, তোমরা সমস্ত আত্মিক জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে, তাঁহার ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হও, আর তদ্দারা প্রভুর যোগ্যরূপে সর্ব্বোত ভাবে প্রীতি-জনক আচরণ কর। সমস্ত সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে বর্দ্ধিষ্ণু হও। আনন্দের সহিত সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশার্থে তাঁহার প্রতাপের পরাক্রম অনুসারে সমস্ত শক্তিতে শক্তিমান হও।

আপনার করণীয়

৫। এখনই প্রার্থনা করুন। উদ্ধৃত প্রতিজ্ঞা যা আপনি মুখস্থ করেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। পবিত্র আত্মার জন্য ধন্যবাদ দিন। পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করুন আপনার জীবনের এবং তাঁর নিকট আত্ম সমর্পণ করুন।

৬। আপনি এখন ৪-৬ষ্ঠ পাঠের ছাত্র রিপোর্টের বাকী শেষ অংশের কাজ করতে প্রস্তুত। এই পাঠগুলি আবার দেখে নিয়ে ছাত্র রিপোর্টের নির্দেশ মত কাজ করুন। শিক্ষকের নিকট উত্তর পাঠাবার সময় তাকে আর একটি কোর্স পাঠাতে বলুন।

আপনার উত্তর

৪। মন, আবেগ, ইচ্ছা, দেহ

অভিনন্দন

আপনি এই কোর্সটি সমাপ্ত করেছেন। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে আপনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হয়েছেন। ছাত্র রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ পূর্ণ করে উত্তর পত্রটি শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন। উত্তর পত্র দু'টি পাওয়া মাত্র সেগুলি পরীক্ষা করে আপনাকে এই কোর্সের উপর একখানি সার্টিফিকেট বা উপহার পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

—সমাপ্ত—

ছাত্র-রিপোর্ট
প্রশ্ন-পত্র

আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনষ্টিটিউট

ছাত্র/ছাত্রীর নাম..

CL 3230-B14

নির্দেশ

আপনি ১-৩ পাঠ পড়া শেষ করলে পর, ১-৩ পাঠের উপর প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন। আপনার উত্তরগুলির ১ নং উত্তর পত্রের প্রথম অংশে চিহ্নিত করতে হবে।

৪-৬ পাঠ পড়া শেষ করলে পর আপনি এই পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ৪-৬ পাঠের উপর প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে প্রস্তুত হবেন। এজন্য ২ নং উত্তর পত্রের দ্বিতীয় অংশে আপনার উত্তরগুলি চিহ্নিত করতে হবে।

উত্তর পত্র চিহ্নিত করা হয়ে গেলে সাথে সাথে তা আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। প্রশ্নপত্রটি পাঠাবার প্রয়োজন নাই।

উত্তর পত্রে প্রথমে দেওয়া উত্তর চিহ্নিত করবার উদাহরণগুলি প্রথমে মন দিয়ে লক্ষ্য করুন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে চিহ্নিত করতে হবে এই উদাহরণ-গুলিতে তা দেখানো হয়েছে।

Your Helpful Friend
1989 All Rights Reserved
International Correspondence Institute
Brussels, Belgium

Printed by Permission of I. C. I. 1989

Printed at 401/1 New Eskaton, Dhaka-1000

ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

খ্রীষ্টিয় জীবন কার্যক্রম
ছাত্র - রিপোর্ট
উত্তর পত্র - ১
ভাগ: - ১

আপনার সাহায্যকারী বন্ধু

কোর্সের নাম ....

(পরিস্কার ভাবে লিখুন)

নীচের শুন্যস্থান পুরণ করুন ঃ

আপনার নাম ....

আই, সি. আই, ক্রমিক নম্বর ....

(যদি থাকে)

আপনার ঠিকানা ....

গ্রাম ....

ডাকঘর .... জেলা..............................

বয়স .... শিক্ষা..............................

পেশা ....

আপনার পরিবারে কতজন সদস্য..

আপনি যদি কোন খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর সদস্য হয়ে থাকেন তবে আপনার মণ্ডলীর নাম কি ? ....

আপনার মণ্ডলীতে আপনি কোন দায়িত্বে আছেন ? ....

কিভাবে আপনি এই কোর্সটি পড়ছেন ? একাকী...... দলগত............ আই, সি, আই, এর অন্য কোন কোর্স আপনি পড়েছেন কি ? ....

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

উত্তর পত্রের নিয়মাবলী

নীচের উদাহরণ দ্বারা দেখানো হয়েছে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দুই ধরণের প্রশ্ন দেওয়া আছে। **সত্য-মিথ্যা** এবং **বাছাই-প্রশ্ন**।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ

নীচের বিষয়বস্তু সত্য অথবা মিথ্যা। বিষয়বস্তু যদি **সত্য** হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বার্তা।

উপরের বক্তব্যটি সত্য; অতএব নীচে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে (ক) গোলকটি কালো করুন।

১ ● Ⓧ (খ) (গ)

বাছাই-প্রশ্নের উদাহরণ

নীচের উত্তর গুলির মধ্যে সব থেকে ভাল একটি মাত্র উত্তর আছে। আপনার পছন্দমত উত্তরটির পাশের অক্ষরটি কালো করুন।

২। নূতন জন্ম মানে—

ক) বয়সে তরুণ হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) একটি নূতন বছর শুরু করা।

সঠিক উত্তরটি হলো খ) অতএব আপনাকে (খ) গোলকটি কালো করতে হবে, যেমন ভাবে নীচে দেখানো হয়েছে।

২ (ক) ● (গ)

খ্রীষ্টিয় জীবন কার্যক্রম

ছাত্র - রিপোর্ট
উত্তর পত্র - ২
ভাগ - ২

কোর্সের নাম ……………………………………………

(পরিষ্কার ভাবে লিখুন)

আপনার
সাহায্যকা
বন্ধু

নীচের শূন্য স্থান পূরণ করুন ঃ

আপনার নাম ……………………………………………

আই, সি, আই, ক্রমিক নম্বর ………………………………

(যদি থাকে)

আপনার ঠিকানা ……………………………………………

গ্রাম …………………………… ডাকঘর ……………………

জেলা …………………………… কোড নং ……………………

অন্যান্য কোর্সের জন্য আবেদন

আই, সি, আই,-এর অন্যান্য কোর্স এবং তার মূল্য সম্পর্কে জানতে চাইলে নীচের খালি জায়গায় লিখুন। আপানাকে সাহায্য করতে পারলে আমরা সত্যই আনন্দিত হব।

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন।

উত্তর পত্রের নিয়মাবলী

নীচের উদাহরণ দ্বারা দেখান হয়েছে কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। দুই ধরণের প্রশ্ন দেওয়া আছে। সত্য–মিথ্যা এবং বাছাই প্রশ্ন।

সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের উদাহরণ

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। বাইবেল আমাদের জন্য ঈশ্বরের বার্তা।

উপরের বক্তব্যটি সত্য ; অতএব নীচে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে (ক) গোলকটি কালো করুন।

১ ● (খ) (গ)

বাছাই প্রশ্নের উদাহরণ

নীচের উত্তরগুলির মধ্যে সব থেকে ভাল একটি উত্তর আছে। আপনার পছন্দমত উত্তরটির পাশের অক্ষরটি কালো করুন।

২। নূতন জন্ম মানে—

ক) বয়সে তরুণ হওয়া।

খ) যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে গ্রহণ করা।

গ) একটি নূতন বছর শুরু করা।

সঠিক উত্তরটি হলো খ) অতএব আপনাকে (খ) গোলকটি কালো করতে হবে যেভাবে নীচে দেখানো হয়েছে।

২ (ক) ● (গ)

এখন আপনার উত্তর পত্রের ভাগ লক্ষ্য করুন এবং যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে আপনার মনোনীত উত্তরের জন্য (ক), (খ) অথবা (গ) গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট ভাগ—২ উত্তর পত্র—২

প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য আপনার মনোনীত গোলকটি কালো করুন।

১ (ক) (খ) (গ)	৯ (ক) (খ) (গ)	১৭ (ক) (খ) (গ)
২ (ক) (খ) (গ)	১০ (ক) (খ) (গ)	১৮ (ক) (খ) (গ)
৩ (ক) (খ) (গ)	১১ (ক) (খ) (গ)	১৯ (ক) (খ) (গ)
৪ (ক) (খ) (গ)	১২ (ক) (খ) (গ)	২০ (ক) (খ) (গ)
৫ (ক) (খ) (গ)	১৩ (ক) (খ) (গ)	২১ (ক) (খ) (গ)
৬ (ক) (খ) (গ)	১৪ (ক) (খ) (গ)	২২ (ক) (খ) (গ)
৭ (ক) (খ) (গ)	১৫ (ক) (খ) (গ)	২৩ (ক) (খ) (গ)
৮ (ক) (খ) (গ)	১৬ (ক) (খ) (গ)	২৪ (ক) (খ) (গ)

আপনার উত্তরগুলি চিহ্নিত করেছেন। এখন নীচের উত্তর গুলির মাধ্যমে এই কোর্সটির উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্স সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা বা অনুভূতি আমাদের জানাবেন। নীচে যে বক্তব্যটি আপনার প্রকৃত ধারণা বা অনুভূতির প্রকাশ করে তার পাশের অক্ষরটি কালো করুন।

১। পাঠের বিষয়বস্তু
- ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়
- খ) আকর্ষণীয়
- গ) অল্প আকর্ষণীয়
- ঘ) আকর্ষণীয় নয়
- ঙ) বিরক্তিকর

২। আমি জেনেছি
- ক) অনেক কিছু
- খ) সামান্য কিছু
- গ) খুব বেশী কিছু নয়
- ঘ) নূতন কিছু নয়

৩। আমি যা শিখেছি তা
- ক) অত্যন্ত মূল্যবান
- খ) মূল্যবান
- গ) মূল্যবান নয়
- ঘ) কেবল সময় নষ্ট

৪। পাঠগুলি
- ক) অত্যন্ত কঠিন
- খ) কঠিন
- গ) সহজ
- ঘ) অত্যন্ত সহজ

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি

ক) অতি চমৎকার

খ) চমৎকার

গ) ভাল

ঘ) ভাল নয়

৬। আপনি কি এই কোর্সের মত আর একটি কোর্স নিতে চান ?

ক) অবশ্যই

খ) সম্ভবতঃ

গ) সম্ভবতঃ না

ঘ) অবশ্যই না

৭। এই পাঠের উপরে কমপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন······

··

··

··

অভিনন্দন

এই কোর্সটি শেষ করেছেন। আপনাকে ছাত্র হিসাবে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত এবং আশাকরি আপনি আই, সি, আই,-এর আরো কোর্স পড়তে আগ্রহী। এখন আপনার পূরণ করা উত্তর পত্রটি আই, সি, আই, অফিসে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। উত্তর পত্রটি পরীক্ষা করা হলে পর কোর্স সমাপ্তির নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে সুন্দর একখানি প্রত্যায়ন পত্র পাঠিয়ে দেব।

নীচের অংশ অফিসের ব্যবহারের জন্য

তারিখ·································প্রাপ্ত নম্বর ············

ইন্টারন্যাশনাল করস্পণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-১০০০।

এখন আপনার উত্তর পত্রের প্রথম ভাগ লক্ষ্য করুন এবং যেভাবে দেখানো হয়েছে সেইভাবে আপনার মনোনীত উত্তরের জন্য ক, খ অথবা গ গোলকটি কালো করুন।

ছাত্র রিপোর্ট ভাগ—১ উত্তর পত্র—১

প্রত্যেকটি সঠিক উত্তরের জন্য আপনার মনোনীত গোলকটি কালো করুন।

১ Ⓚ Ⓚ Ⓚ (ক) (খ) (গ)	৯ (ক) (খ) (গ)	১৭ (ক) (খ) (গ)
২ (ক) (খ) (গ)	১০ (ক) (খ) (গ)	১৮ (ক) (খ) (গ)
৩ (ক) (খ) (গ)	১১ (ক) (খ) (গ)	১৯ (ক) (খ) (গ)
৪ (ক) (খ) (গ)	১২ (ক) (খ) (গ)	২০ (ক) (খ) (গ)
৫ (ক) (খ) (গ)	১৩ (ক) (খ) (গ)	২১ (ক) (খ) (গ)
৬ (ক) (খ) (গ)	১৪ (ক) (খ) (গ)	২২ (ক) (খ) (গ)
৭ (ক) (খ) (গ)	১৫ (ক) (খ) (গ)	২৩ (ক) (খ) (গ)
৮ (ক) (খ) (গ)	১৬ (ক) (খ) (গ)	২৪ (ক) (খ) (গ)

আপনার উত্তরগুলি চিহ্নিত করেছেন। এখন নীচের উত্তরগুলির মাধ্যমে এই কোর্সটির উন্নতির জন্য আমাদের সাহায্য করুন। এই কোর্স সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা বা অনুভূতি আমাদের জানাবেন। নীচে যে বক্তব্যটি আপনার প্রকৃত ধারণা বা অনুভূতির প্রকাশ করে তার পাশের অক্ষরটি কালো করুন।

১। পাঠের বিষয়বস্তু

ক) অত্যন্ত আকর্ষণীয়
খ) আকর্ষণীয়
গ) অল্প আকর্ষণীয়
ঘ) আকর্ষণীয় নয়
ঙ) বিরক্তিকর

২। আমি জেনেছি

ক) অনেক কিছু
খ) সামান্য কিছু
গ) খুব বেশী কিছু নয়
ঘ) নূতন কিছু নয়

৩। আমি যা শিখেছি তা
ক) অত্যন্ত মূল্যবান
খ) মূল্যবান
গ) মূল্যবান নয়
ঘ) কেবল সময় নষ্ট

৪। পাঠগুলি
ক) অত্যন্ত কঠিন
খ) কঠিন
গ) সহজ
ঘ) অত্যন্ত সহজ

৫। সর্বোপরি পাঠগুলি
ক) অতি চমৎকার
খ) চমৎকার
গ) ভাল
ঘ) ভাল নয়

৬। এই পাঠ্য বিষয়ে কমপক্ষে একটি মন্তব্য লিখুন ......
....
....

এই পাঠ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তা আপনার শিক্ষককে লিখুন..
....
....

এখন ছাত্র রিপোর্টের উপর লক্ষ্য করুন যথাযথভাবে তা পূরণ করা হয়েছে কি না ? পূরণ করা হলে তা নীচের আই, সি, আই, অফিসের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

নীচের অংশ অফিসের ব্যবহারের জন্য

তারিখ.................. প্রাপ্ত নম্বর......................

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট

পোষ্ট বক্স ৭০০, ঢাকা-১০০০।

প্রথম অংশ

ছাত্র-রিপোর্ট

১-৩ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী ঃ

উত্তর চিহ্নিত করার সময় সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্নের নম্বর এবং উত্তর পত্রে গোলকগুলির পাশের সংখ্যাটি যেন হুবহু একই সংখ্যা হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

সত্য অথবা মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি যদি **সত্য** হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন। আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পবিত্র করতে চান।

২। যারা নতুন জন্ম প্রাপ্ত তারা সবাই খ্রীষ্টের আত্মা লাভ করেছেন।

৩। মণ্ডলীর কাজ শুরু করবার জন্যই শুধুমাত্র প্রাথমিক মণ্ডলীকে 'পবিত্র আত্মার' দান দেওয়া হয়েছিল।

৪। আমাদের পক্ষে অজানা কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করা সম্ভব নয়।

৫। পরভাষা বলতে পারার পর হতে আর বুদ্ধির মাধ্যমে প্রার্থনা করার প্রয়োজন হয় না।

৬। পবিত্র আত্মা প্রভাব বিস্তারকারী একটি বস্তু নয় বরং একজন ব্যক্তি।

৭। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রেম করতে শেখান।

বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য একটি মাত্র সঠিক উত্তর আছে। যে উত্তরটি আপনার কাছে ঠিক বলে মনে হয় সেটি মনোনীত করুন এবং উত্তর পত্রে সেই একই অক্ষরের গোলকটি কালো করুন।

৮। প্রেরিত ২ ঃ ১-১৩ পদ আমাদেরকে—

ক) 'দান' সমূহ সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দান করে।

খ) সর্বপ্রথম পবিত্র আত্মা সেচিত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করে।

গ) 'আত্মিক দান' সমূহের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করে।

৯। গ্রীক শব্দ 'পারাক্লীত্'-এর অর্থ এমন একজন—

ক) আমাদের সাথে অবস্থানরত, যাকে সাহাযোর জন্য ডাকা হয়।

খ) যিনি জীবন দান করেন।

গ) যিনি জ্ঞান দান করেন।

১০। গ্লাসোলালিয়া অর্থ—

ক) পরভাষায় কথা বলা অথবা প্রার্থনা করা।

খ) পরিত্রাণের দান।

গ) জলে বাপ্তিস্ম।

১১। 'ক্যারিস্মা' অর্থ—

ক) পরিবর্তিত হওয়া।

খ) মনুষ্যের ক্ষমতা সমূহ।

গ) অলৌকিক দান সমূহ।

১২। যখন জীবনের আত্মা আমাদের মর্ত্য দেহকে রূপান্তরীত করবেন, তখন আমাদের—

ক) আদৌ কোন দেহ থাকবে না।

খ) মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত একটি পরিবর্তিত দেহ থাকবে।

গ) পূর্ববর্তী সীমাবদ্ধতা সহ একই দেহ বর্তমান থাকবে।

১৩। ফিলিপীয় ৪ ঃ ৬ পদ আমাদেরকে বলে—

ক) আমাদের পাপের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হতে।

খ) সর্বদা পরভাষায় কথা বলতে।

গ) আমাদের যা প্রয়োজন সেটি ঈশ্বরের কাছে চাইতে।

১৪। পবিত্র আত্মা—

ক) জীবনে বেঁচে থাকার একটি নতুন উদ্দেশ্য দান করেন।

খ) আপনার গতিবিধির উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেন না।

গ) আপনাকে মৃত্যুবরণ করবার জন্য এবং স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্য প্রস্তুত করান।

১৫। আমরা আমাদের প্রার্থনার সময়কে দীর্ঘায়িত করতে পারি—

ক) বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চেয়ে।

খ) প্রত্যেক দিন একই প্রার্থনা উচ্চারণ করে।

গ) প্রভুর প্রশংসা ও গান করে।

১৬। গীতসংহিতা ১৪৫ অধ্যায় আমাদেরকে বলে—

ক) ঈশ্বরের মহত্ব।

খ) প্রার্থনার গুরুত্ব।

গ) পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যাবলী।

১৭। পবিত্র অর্থ—

ক) জীবনের স্বাভাবিক কার্যাবলী হতে পৃথকীকৃত হওয়া।

খ) অন্যান্য লোকজন হতে পৃথকীকৃত হওয়া।

গ) পাপ হতে পৃথকীকৃত হওয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হওয়া।

১৮। পবিত্র আত্মা মহিমান্বিত করতে আসেন—

ক) নিজেকে।

খ) যীশু খ্রীষ্টকে।

গ) মণ্ডলীকে।

১৯। রোমীয় ৮ঃ৫-৬ পদ অনুসারে একটি পবিত্র আত্মা নিয়ন্ত্রিত হৃদয় আনে—

ক) বিশ্বাস।

খ) জীবন এবং শান্তি।

গ) আত্মিক দান সমূহ।

সাধারণ প্রশ্নাবলী
১-৩ পাঠ

নীচের প্রশ্নগুলোর জন্য আপনার উত্তর যদি **হ্যাঁ** হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি **না** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

২০। আপনি কি ১-৩ পাঠগুলি সব পড়েছেন ?

২১। ১-২ পাঠের আপনার করণীয় অংশগুলি কি সব করেছেন ?

২২। ৩ পাঠের আপনার করণীয় অংশগুলি কি সব করেছেন ?

২৩। প্রতিটি পাঠের আপনার করণীয় অংশগুলিতে আপনার উত্তর সেই পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে কি মিলিয়ে দেখেছেন ?

২৪। 'পাঠ সহচরে' পড়তে দেওয়া বাইবেলের অংশগুলো কি পুনরায় দেখেছেন ?

১-৩ পাঠের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এখন ১ নং উত্তর পত্রখানি আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। তারপর ৪ পাঠ থেকে শুরু করে পড়তে আরম্ভ করুন।

দ্বিতীয় অংশ

ছাত্র-রিপোর্ট

৪-৬ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী ঃ

উত্তর চিহ্নিত করার সময় সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করেছেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য প্রশ্নের নম্বর এবং উত্তর পত্রে গোলকগুলির পাশের সংখ্যাটি যেন হুবহু একই সংখ্যা হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।

সত্য অথবা মিথ্যা

নীচের উক্তিগুলি যদি

সত্য হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি **মিথ্যা** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

১। আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে সাহায্য করে।

২। শুধুমাত্র পালকের জন্য প্রজ্ঞার বাক্য দেওয়া হয়েছে।

৩। পবিত্র আত্মা কখনো আমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করতে পরামর্শ দেন না।

৪। পবিত্র আত্মা সব সময় সত্য কথা বলেন।

৫। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকজনকে ঈশ্বর তাঁর আত্মা দান করে থাকেন।

৬। পরভাষায় প্রার্থনা করা হচ্ছে কোন ব্যক্তির আত্মাতে পূর্ণ হওয়ার একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ।

৭। প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানেরই সবগুলি আত্মিক দান আছে।

বাছাই প্রশ্ন

নীচের প্রতিটি প্রশ্নের জন্য মাত্র একটি সঠিক উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি আপনি সঠিক বলে মনে করেন, সেটি মনোনীত করুন ও উত্তর পত্রে সেই একই অক্ষরের গোলকটি কালো করুন।

৮। শাস্ত্রের পদ মুখস্থের মাধ্যমে সম্ভব—

ক) তাড়াতাড়ি বাইবেল পড়ে শেষ করা।

খ) অন্যদেরকে আমাদের জ্ঞানের ধারণা দেওয়া।

গ) আমাদের প্রয়োজনে পবিত্র আত্মা এটি স্মরণ করিয়ে দেন।

৯। পরভাষার দান ও তার ব্যাখ্যা হচ্ছে—

ক) ভাববাণীর বরদানের সমতুল্য।

খ) প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের সমতুল্য।

গ) সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দান।

১০। কে আজ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হচ্ছেন ?

ক) অনেক পূর্বে যিনি পরিত্রাণ পেয়েছেন।

খ) যিনি ঈশ্বরের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত।

গ) যিনি বিশুদ্ধ ও ন্যায়ে জীবন যাপন করেন।

১১। আত্মাগণকে চিনবার শক্তি দেওয়া হয়েছে—

ক) অন্যের কাজের বিচার করার জন্য।

খ) ভুল মনোভাব নির্দেশ করার জন্য।

গ) ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে মণ্ডলীকে রক্ষা করার জন্য।

১২। একজনকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে হলে—

ক) কঠিন আদর্শে জীবন যাপন করতে হবে।

খ) অনেক ক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে হবে।

গ) তার সকল ইচ্ছা, মন, আবেগ ও দেহ ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করতে হবে।

১৩। পবিত্র আত্মা আপনাকে পরিচালনা দান করতে পারেন—

ক) আপনার মণ্ডলীর সদস্যদের মাধ্যমে।

খ) মন্ত্রের মাধ্যমে

গ) আপনার জন্মকোষ্ঠির মাধ্যমে।

১৪। কাদের আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিৎ?

ক) শুধুমাত্র মণ্ডলীর সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী-দের।

খ) মণ্ডলীর সকল সদস্যের।

গ) প্রধানতঃ মণ্ডলীর পালকদের।

১৫। প্রায়শঃই লোকেরা ভুল করে—

ক) পবিত্র আত্মার শক্তির ব্যবহার করতে অকৃত-কার্য্য হয়ে।

খ) পবিত্র আত্মার মহিমা না করে।

গ) প্রায়ই পবিত্র আত্মার শক্তির ব্যবহার করে।

১৬। প্রাথমিক মণ্ডলীর সদস্যরা অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন কারণ—

ক) তাদের অনেক বেশী প্রজ্ঞা ছিল।

খ) তারা পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশুর কাজ দেখেছিলেন।

গ) তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন।

১৭। প্রেরিত ১ঃ৪-৮ পদে যীশু শিষ্যদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন—

ক) সুসমাচার প্রচারের সাহসিকতা সম্পর্কে।

খ) সাক্ষ্যদানের শক্তি সম্পর্কে।

গ) প্রজ্ঞা এবং উপলব্ধি করা সম্পর্কে।

১৮। ঈশ্বরের বার্তা সব সময়—

ক) একজন পালকই দান করে থাকেন।

খ) ঈশ্বরের বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

গ) পরভাষায় কথা বলা এবং বাইবেলের ব্যাখ্যার মাধ্যমে করতে হবে।

১৯। পবিত্র আত্মার শক্তি এইভাবে ব্যবহার করা ভুল—

ক) আমাদের নিজেদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

খ) পাপীদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য।

গ) মণ্ডলীতে পরভাষায় ঈশ্বরের বার্তা প্রদান করা।

সাধারণ প্রশ্নাবলী
৪-৬ পাঠ

নীচের প্রশ্নগুলির জন্য আপনার উত্তর যদি **হ্যাঁ** হয় তাহলে (ক) গোলকটি কালো করুন, আর যদি **না** হয় তাহলে (খ) গোলকটি কালো করুন।

২০। আপনি কি ৪-৬ পাঠগুলি সব পড়েছেন ?

২১। ৪-৫ পাঠের 'আপনার করণীয়' অংশগুলি কি সব করেছেন ?

২২। ৬ পাঠের 'আপনার করণীয়' অংশগুলি কি সব করেছেন ?

২৩। প্রতিটি পাঠের 'আপনার করণীয়' অংশগুলিতে আপনার উত্তর সেই পাঠের শেষে দেওয়া উত্তর মালার সাথে কি মিলিয়ে দেখেছেন ?

২৪। পাঠ সহচরে পড়তে দেওয়া বাইবেলের অংশ গুলো কি পুনরায় দেখেছেন ?

৪-৬ পাঠের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। এখন ২ নং উত্তর পত্রখানি আই, সি, আই, অফিসে পাঠিয়ে দিন। এই কোর্সটি আপনি শেষ করেছেন, এখন পরবর্তী আর একখানি কোর্সের জন্য আপনার শিক্ষককে অনুরোধ করুন।

আপনি কি জানতে চান…

- পবিত্র আত্মা কি ভাবে আপনার বন্ধু ?
- কেন কিছু সংখ্যক লোক পরভাষায় কথা বলে ?
- কে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারেন ?

তাহলে "আপনার সাহায্যকারী বন্ধু" বইটি বিশেষ করে আপনার জন্য লেখা হয়েছে। বাইবেলে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা দেখে আপনি হয়তো বিস্মিত হতে পারেন। হাজার হাজার লোক এই শিক্ষামালা পাঠ করে আনন্দ লাভ করছেন, তারা আত্মিক জীবনে বলবান হয়েছেন। আমরা আশা করি আপনার জীবনেও সেটি হোক।

পাশের চিহ্নটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে কি ভাবে এই কোর্সটি পড়তে হবে। এই পাঠ্যক্রমটিকে ছ'টি ছ'টি করে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। "আপনার সাহায্যকারী বন্ধু" বইটি প্রথম ভাগের তিন নম্বর পাঠ্য বিষয়। ধারাবাহিক ভাবে এই বইগুলি পাঠ করলে আপনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন।

L3230BN90

আপনার এলাকায় আই-সি-আই
অফিসের ঠিকানা :
(এই ঠিকানায় আপনার ছাত্র রিপোর্টের
উত্তরগুলি পাঠিয়ে দিবেন)।

ইন্টারন্যাশনাল করসপণ্ডেন্স ইনস্টিটিউট
পোস্ট বক্স ৭০০,
৪০১/১ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা–১০০০ বাংলাদেশ।